সোনার বাংলা

[স্ত্রী-ভূমিকা বর্জ্জিত নাটক]

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী

তিন তরঙ্গ

ডাঃ অরুণ কুমার দে প্রণীত। স্ত্রী-বর্জ্জিত। দুটি সেট। অস্থির সমাজ-জীবনের মধ্যে জন্ম নেওয়া তিনটি যুবক সুবিধাবাদী রাজনীতিকের সম্মোহনী মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে সব কিছু ভেঙে চুরে অশিবের প্রতিষ্ঠা করতে চাইল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কেমন করে শুভ বোধেরই জয় হল। তারই চমকপ্রদ কাহিনী তিন তরঙ্গ। দাম ২'০০ টাকা।

ওরা জাগছে

ডাঃ অরুণ কুমাব দে প্রণীত। স্ত্রী-বর্জ্জিত। দুটি সেট। চিরকাল যারা অবহেলিত, গাল খেয়ে যারা গাল দেয় না, মার খেয়ে যারা রুখে দাঁড়ায় না,—তাদেরই মধ্যে কেউ যখন এই অসম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তখনই সুরু হয় সংঘর্ষ। এমনি এক প্রচণ্ড শ্রেণীসংগ্রামের অগ্নিবর্ষী নাটক—"ওরা জাগছে"। দাম ২'০০ টাকা।

খোলো-দ্বার

ডাঃ অরুণ কুমার দে প্রণীত। স্ত্রীবর্জ্জিত, একটি সেট। যক্ষ্মারোগ মুক্ত এক কিশোরের সামাজিক পুনর্বাসন নিয়ে যে নির্ব্বোধ ঝড় উঠেছিল (যা প্রায়ই উঠে থাকে) তারই মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী খোলো-দ্বার। দাম ২'০০ টাকা।

—প্রকাশক—

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী

৩৬৮, (১০৫) রবীন্দ্র সরণী,

কলিকাতা—৬

—প্রচ্ছদ—

রঞ্জিত দত্ত

—ছেপেছেন—

কে, সি, ধর,

"ধর প্রিণ্টিং ওয়াকস্"

৩৭৯নং রবীন্দ্র সরণী,

কলিকাতা—৫

মুখবন্ধ

গরীব গেরস্থ মাধব চৌধুরী পিতামাতার মৃত্যুর পর ছোট ভাই প্রণবকে নিয়ে অকূল পাথারে পাড়ি দিল। ভাইকে মানুষ করার জন্যে তার পেটে ছিল না ভাত, চোখে ছিল না ঘুম। প্রণব কৃতী হয়ে উঠল, কেন্দ্রীয় সরকারে চাকরী নিল, দাদার নামে ছোট একটু বাড়ীও করল কলকাতায়। মাধব যখন অবসর নিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে, নিয়তি তখন অলক্ষ্যে হাসল। সদাশয় সরকার বেরুবাড়ীর আধখানা পাকিস্তানকে দিয়ে দিলে। আগুন জ্বলে উঠল বাংলায়। প্রণবের নেতৃত্বে একদল দুরন্ত ছেলে বেরুবাড়ীর সীমান্তে সত্যাগ্রহ চালালো। ওপার থেকে পাকিস্তানের গুলি এসে ভারতীয় পুলিশকে খুন করলে; আর খুনী বলে ধরা পড়ল অভাগা প্রণব। বিচারে হল তার দীর্ঘ কারাদণ্ড। বিশ বছর পরে যখন সে ফিরে এল, তখন কলকাতা হয়েছে ইসলামপুর; পুত্র স্বপনের নাম হয়েছে জালালউদ্দিন। কোথায় রইল সোনার বাংলা, কোথায় গেল প্রণব চৌধুরী?

গ্রন্থকার।

পরিচয়

মহাপাত্র ভূপাল	... ...	ভারত সরকারের কর্ম্মচারীগণ।
মাধব	... ..	কলিকাতাবাসী।
প্রণব	... ...	ঐ ভাই।
স্বপন	... ...	প্রণবের পুত্র।
উজির ফেউমিঞা	... ...	পাকিস্তানের কর্ম্মচারীগণ।
মুজিবর রহমান	... ...	দারোগা।
বিচারক	... ...	
পেশকার	... ...	
উকিল	... ...	
ভিক্ষুক	... ...	

সোনার বাংলা

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য।

দিল্লী—দরবার কক্ষ।

মহাপাত্র, উজির, ভূপাল, ফেউমিঞা, কেরাণী প্রণব রায়।

মহাপাত্র। দেখুন উজির সাহেব, স্বাধীনতার জন্যে যখন আমরা দুর্দ্ধর্ষ ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলাম, তখন আপনারা আমাদের সঙ্গে দু'চার দিন হাত মিলিয়ে ছিলেন। তারপর একে একে আপনারা প্রায় সবাই সরে গিয়ে কুখ্যাত মুস্লিম্ লীগ গঠন করলেন। তারপর থেকে আমরাই শুধু রক্ত দিয়েছি, আমাদের ভাইবোনেরাই ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়েছে, আর আপনারা শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে পদে পদে আমাদের বাধা দিয়েছেন।

উজির। তোবা তোবা, এ আপনি কি বলছেন মহাপাত্র? দেশের স্বাধীনতার জন্যে আমরাই ত বেশী রক্ত দিয়েছি।

ভূপাল। বেশী রক্ত দেন নি, বেশী রক্ত পান করেছেন।

ফেউমিঞা। এ সব কি কথা? দেশের স্বাধীনতার জন্যে আমরা লাখে লাখে ফাটক খেয়েছি, হাজারে হাজারে ফাঁসী কাঠে ঝুলে মরেছি।

ভূপাল। ক'টা মানুষে এক হাজার হয় ফেউমিঞা?

মহাপাত্র। উজির সাহেব, তুনিয়ার মানুষ সবাই অন্ধ নয়। ১৯৪৬ সালে তারা সবিস্ময়ে দেখেছে কলকাতার বুকের উপর আপনাদের লোমহর্ষণ হিন্দুনিধন। আপনারা লক্ষ কণ্ঠে বলেছিলেন,—মুসলমান আলাদা জাত, ভারতবাসী তারা নয়। আপনাদের নেতারা কসম খেয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন,—পাকিস্তান হাসিল হলে হিন্দু মুসলমান তুই জাতি পরম শান্তিতে বাস করবে। বহু আকাঙ্ক্ষিত শান্তির জন্য দেশটাকে আমরা দ্বিখণ্ডিত করলাম। জাতির জনক সত্যদ্রষ্টা ঋষি বাধা দিয়েছিলেন; তাঁর কথাও আমরা অমান্য করেছি।

ভূপাল। শুধু এই শান্তির আশায়।

মহাপাত্র। তবু ত শান্তি এল না।

ফেউমিঞা। কি করে আসবে? আপনারাই ত হরবখৎ শান্তি ভঙ্গ কচ্ছেন।

উজির। আমরা ভাল মানুষ বলে কেবলই সহ্য করব, আর আপনারা কেবলি আমাদের বুকের উপর মই দেবেন, এই কি আপনাদের নীতি। দেশ ভাগ করে সিংহভাগ ত আপনারাই নিয়েছেন, আমরা তাও মুখ বুজে সহ্য করেছি শুধু শান্তিতে থাকব বলে।

ভূপাল। মুখ বুজে সহ্য করেছেন বই কি উজির সাহেব? আপনার মত আর একজন উজির প্রকাশ্য সভায় এ দেশের নেতাদের ঘুষি দেখিয়েছিলেন, সংবাদপত্রে সে ছবি দেখে তুনিয়ার লোক মুচকি হেসেছে। মনে আছে সে কথা? নোয়াখালির কথা এরই মধ্যে ভুলে গেছেন? ভাঙ্গার কাহিনী কি কেউ শোনে নি? মূলাদির হত্যাকাণ্ড কি কবির কল্পনা?

ফেউমিঞা। এ সব বিলকুল মিথ্যে। সব কলকাতার পাজি কাগজওয়ালাদের রটনা।

উজির। পাকিস্তানে মূলাদি নামে কোন জায়গাই নাই। ভাঙ্গায় যে কখনও মানুষ ছিল, এই আমরা জানি না। আর নোয়াখালিতে ত হিন্দুর নামগন্ধও ছিল না, আজও নেই।

ফেউমিঞা। নালিশ বরং আমাদেরই ছিল। কিন্তু আমরা শান্তি চাই, নালিশ ফরিয়াদ করে তিক্ততা সৃষ্টি করতে চাই না।

মহাপাত্র। কিসের নালিশ ছিল জনাব? স্বাধীনতা লাভের পর আপনাদের দেশে কত হিন্দু প্রাণ দিয়েছে, কত হিন্দুনারী লুণ্ঠিত হয়েছে, কত মন্দির ধূলিসাৎ হয়েছে, তার সংখ্যা নেই। আর এ দেশে একটা মসজিদ অপবিত্র হয় নি, একজন মুসলমানীরও সম্ভ্রম হানি হয় নি, এ সবই বোধহয় আমাদের কলহপ্রিয়তার পরিচয়? অত্যাচারে অবিচারে আমাদের মুখের আহার চোখের ঘুম আপনারা কেড়ে নিয়েছেন।

ভূপাল। তবু নালিশ আপনাদেরই ছিল। আশ্চর্য্য!

মহাপাত্র। যাক্। যারা অপঘাতে মরেছে, তারা আর আসবে না। আজ আমরা শোচনীয় পুরাতনকে মাটি চাপা দিয়ে নূতন অধ্যায় রচনা করতে এসেছি। দোষ আপনারাও করেছেন, আমরাও যে করি নি তা নয়। কার কত বেশী অপরাধ, সে বিচারে আর প্রয়োজন নেই। সেদিনও আমরা একই দেশের মানুষ ছিলাম, আজ ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়েছি বলে আমরা কেউ কারও শত্রু হয়ে যাই নি।

উজির।
ফেউমিঞা। } তোবা তোবা।

মহাপাত্র। আপনাদের দেশে যদি শান্তির হাওয়া বয় তার ঢেউ আমাদের গায়েও লাগবে। আমাদের দেশ যদি দধি দুগ্ধে ভরে ওঠে, আপনারাও তার অংশভাগী হবেন। আসুন উজির

সাহেব, আল্লা আর ভগবানের নাম নিয়ে আমরা দুই দেশে নূতন করে শান্তির নীড় রচনা করি। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কোন বিভেদ আমরা মানব না,—

উজির। প্রত্যেকের ধর্ম্মানুষ্ঠানের অবাধ অধিকার দেব,—

ভূপাল। মন্দির আর মসজিদকে সমান মর্য্যাদা দেব।

মহাপাত্র। হিন্দু বা মুসলমান বলে সরকারী চাকরীতে কেউ অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না,—নারীর সম্মান আমরা এক তিল ক্ষুণ্ণ হতে দেব না, মানুষের প্রাণ নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলবে—তাদের আমরা জাতির দুশমন বলে মনে করব।

ফেউমিঞা।
উজির। } মারহাব্বা!

ভূপাল। তাহলে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করুন।

মহাপাত্র। টাইপ করা হয়েছে প্রণব?

প্রণব। হয়েছে স্যার।

মহাপাত্র। নিয়ে এস।

[প্রণব কাগজ আনিয়া মহাপাত্রের হাতে দিল, মহাপাত্র উজিরের হাতে দিলেন, ফেউমিঞা শ্যেন দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল।]

প্রণব। [জনান্তিকে] এই লোকটা কে দাদা?

ভূপাল। [জনান্তিকে] ওর নাম ফেউমিঞা।

প্রণব। [জনান্তিকে] আমি ভেবেছিলাম, জনাব পাতিশেয়াল মিঞা। ব্যাটার চোখ দুটো দেখেছেন? দেখলেই মনে হয় পাজির পা ঝাড়া। উজিরকে যদি বা নোয়াতে পারেন, এই ছুঁচো ব্যাটাকে নোয়াতে পারবেন না। দেখুন না কাগজখানা কি রকম করে

দেখছে। হুঁসিয়ার দাদা,—এরা যখন দিল্লীতে পায়ের ধুলো দিয়েছে, তখন কিছু না নিয়ে যেতে চাইবে না। আর আমাদের মহাপাত্র ত দয়ার সাগর, দেখবেন প্রেমের আবেগে দেশের আদ্ধেক দিয়ে না ফেলেন। ব্যাটারা বিদেয় হলে বাঁচি।

ভূপাল। [জনান্তিকে] বড় সন্দিগ্ধ মন তোমার। কাজ করগে যাও।

প্রণব। যাচ্ছি। [প্রণব স্বস্থানে গিয়া বসিল]

মহাপাত্র। পড়েছেন? স্বাক্ষর করুন। আপত্তি আছে?

উজির। না, আপত্তি আর কি? এ ত সোজা কথা। উভয় দেশ সংখ্যালঘুর স্বার্থরক্ষা করবে, সাম্প্রদায়িকতার নাম গন্ধ থাকবে না, নির্ব্বিঘ্নে এক দেশের লোক আর এক দেশে যাতায়াত করতে পারবে। চুক্তি না করলেও ক্ষতি ছিল না। এ সব ত আমরা বরাবর মেনেই আসছি।

ফেউমিঞা। মানেন নি বরং আপনারা।

উজির। তবু আপনি যখন বলছেন, দিচ্ছি সই করে।

ফেউমিঞা। একটু দাঁড়ান উজির সাহেব।

প্রণব। [জনান্তিকে] দাদা, পাতিশেয়াল কি করে দেখুন।

ভূপাল। [জনান্তিকে] তুমি কাজ কর না।

[প্রণব টাইপ করিতে লাগিল]

মহাপাত্র। থামলেন কেন? সই করতে আপত্তি আছে?

উজির। বল না হে ফেউমিঞা।

ফেউমিঞা। তা ত বলতেই হবে। আমরা মনের কথা চেপে রেখে মুখে হাসির ফোয়ারা ছোটাতে পারি নে। ওই আমাদের পাকিস্তানীদের দোষ। আমাদের কায়েদে আজম বলেছেন, দেখ

বেয়াদার সব, সামনে মিষ্টি কথা বলে আড়ালে যে ছুরি মারে, সে জানোয়ারের পয়দা। হক কথা বললে যদি কেউ গোঁসা করে করুক,—দেখবে আখেরে সেই হবে তোমার বড় দোস্ত।

ভূপাল। এবার আসল কথাটা নিবেদন করুন।

ফেউমিঞা। কথা তেমন কিছু নয়। দেখুন, ভাগাভাগি যখন হয়েছিল, তখন আমরা ঠিক হদিশ করতে পারি নি।

উজির। অত সূক্ষ্ম দৃষ্টি যদি আমাদের থাকত, তাহলে আজ আমরা পদে পদে ঠকতুম না, আর দেশের দু টুকরো জমিন নিয়ে রাষ্ট্র গঠন করতুম না।

মহাপাত্র। আর কি পেলে আপনারা সন্তুষ্ট হবেন? যা আপনারা চেয়েছেন, তার চেয়ে বেশী পেয়েছেন। তবু বারো বছরের মধ্যে আপনাদের দাবির শেষ হল না। আর কি বাকি আছে বলুন।

প্রণব। [জনান্তিকে] দাদা, প্রেমের অবতার গলে যাচ্ছে। সাবধান।

ভূপাল। [জনান্তিকে] তুমি বড় বাচাল, তোমাকে চাকরী দেওয়াই আমার ভুল হয়েছিল।

মহাপাত্র। উজির সাহেব!

ফেউমিঞা। আপনি চটছেন কেন মহাপাত্র? আপনি বড় ভাই, আমরা আপনার ছোট ভাই। তার উপর আপনি বিশ্ববরেণ্য মনীষী। আপনাকে বলব না ত বলব কাকে? কি বলেন উজির সাহেব?

উজির। ফেউমিঞা ঠিকই বলেছেন।

ফেউমিঞা। দেখুন, জলপাইগুড়ি জেলার বেরুবাড়ী থানার অর্দ্ধেক আমাদেরই প্রাপ্য ছিল।

ভূপাল। আপনাদের প্রাপ্য ছিল?

উজির। নিশ্চয়ই।

ফেউমিঞা। আপনারা অন্যায়ভাবে সম্পূর্ণ বেরুবাড়ী এতদিন ভোগ দখল করেছেন। এবার আমরা আমাদের জমিন্ ফেরৎ চাই।

উজির। আর আমাদের এক ইঞ্চি জমিনের উপরও দাবি নেই, কখনও ভুলেও তা দাবি করব না।

ফেউমিঞা। কেন করব? পরের জমিন্ হারাম। আমাদের কায়েদে আজম বলেন,—খবরদার, নিজের ব্যাসাৎ এক রত্তি হলেও তার দাম অনেক; পরের বিত্তে কখনও লোভ করো না। আমাদের পাওনা আমাদের বুঝিয়ে দিন। আমরা হাসিমুখে চলে যাই।

ভূপাল। বেরুবাড়ীর অর্দ্ধেক যে আপনাদের, এতদিন ত কারও কাছে সে কথা শুনি নি। আপনারাও ত কেউ বলেন নি।

উজির। কি করে বলব? আমরা সরল মানুষ, জানেন ত?

ভূপাল। জানি বই কি? বারো বছর ধরেই ত দেখছি।

মহাপাত্র। বেরুবাড়ীতে কত অধিবাসী আছে, জান ভূপাল?

ভূপাল। না স্যার।

ফেউমিঞা। আমরা জানি। বেরুবাড়ীতে কতকগুলো শেয়াল আর বাঁদর বাস করে, মানুষ একটাও নেই। আর সেখানে কোন শস্যও জন্মায় না।

মহাপাত্র। হুঁ!

প্রণব। আমার একটা কথা ছিল স্যার।

মহাপাত্র। Don't meddle with Official matters. Sit down and do your work.

প্রণব। আজ্ঞে—

মহাপাত্র। One word more and you are dismissed.

প্রণব। [স্বগত] হায় সোনার বাংলা!

উজির। মহাপাত্র, আমাদের সরকারের সুস্পষ্ট ধারণা, আমাদের প্রাপ্য যদি আমরা না পাই, তাহলে দুই দেশের মধ্যে তিক্ততা বেড়েই যাবে, কমবে না কোনদিন। তুচ্ছ এক টুকরো জনহীন গোচারণ ভূমির জন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রিতির মূলে আপনি কুঠারঘাত করবেন না।

ভূপাল। আজ বেরুবাড়ী পেলে কাল আবার কোন বাড়ী দাবি করবেন ?

ফেউমিঞা। তোবা তোবা। আমরা কসম খেয়ে বলছি, সাম্প্রদায়িক প্রীতি আমরা কখনও ক্ষুন্ন হতে দেব না। বিক্ষুব্ধ নাগরিকদের কাছে মুখ রক্ষার জন্যেই অর্দ্ধেক বেরুবাড়ী আমাদের চাই।

মহাপাত্র। ভূপাল,—

ভূপাল। অমন কাজ করবেন না স্যার। খণ্ডিত বাংলা একেই অপরিসীম দুঃখ সয়ে সয়ে বারুদ হয়ে আছে। তার এক ইঞ্চি জমিও আর কাউকে দেবেন না স্যার। দিয়েও কোন লাভ নেই। "এ কেবল দিনে রাত্রে জল ঢেলে ফুটা পাত্রে বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা নেভাবার।"

ফেউমিঞা। মশায় বড় রসিক। হেঃ হেঃ হেঃ।

প্রণব। [স্বগত] মুলোর দোকান খুলে দিলে! পাতি শেয়ালের বাচ্ছা।

ভূপাল। তাহলে আপনারা বলতে চান, বেরুবাড়ীর অর্দ্ধেক না পেলে আপনারা স্বাক্ষর করবেন না ?

উজির। বুঝতেই ত পাচ্ছেন।

মহাপাত্র। উজির সাহেব, বারো বছর ধরে আপনাদের অসংখ্য দাবি আমরা পূরণ করেছি, তবু আপনাদের মন পাই নি। কতবার চুক্তি করেছি, সে চুক্তি আমরাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি,

আপনারা তা ছেঁড়া কাগজের মত dustbin এ ফেলে দিয়েছেন। তবু আরও একবার আমি আপনাদের দাবি পূরণ করব।

ভূপাল।। মহাপাত্র!

প্রণব। [স্বগত] হায় সোনার বাংলা!

মহাপাত্র। বেরুবাড়ীর জনশূন্য অর্দ্ধেক গোচারণ ভূমি পেলেই যদি আপনারা চিরদিনের জন্য আমাদের বন্ধু হন,—দিলাম আপনাদের বেরুবাড়ী। [কাগজে লিখিলেন]

ফেউমিঞা। } মারহাব্বা!
উজির। }

[প্রণব উঠিয়া দাঁড়াইল, টেবিলটা সশব্দে পড়িয়া গেল, মহাপাত্র বিরক্তিভরে চাহিলেন। তারপর উভয়পক্ষ স্বাক্ষর করিল।]

উজির। আল্লাতালা আপনাদের সুখে রাখুন।

ফেউমিঞা। দেখবেন, আপনার এ মহত্ব আমরা কখনও ভুলব না। তেমন লোকই আমরা নই। আমার আসব আমরা, বারবার আসব। আদাব।

উজির। আদাব।

মহাপাত্র। আদাব।

[উজির ও ফেউমিঞার প্রস্থান।

প্রণব। [মহাপাত্রের সম্মুখে আসিয়া] আমার একটা কথা ছিল স্যার।

ভূপাল। কি কথা তোমার? যাও কাজ কর গে।

প্রণব। করব না কাজ। স্যার, জনশূন্য গোচারণ ভূমি বলে যে জমি আপনি ওদের উপহার দিলেন, সেখানে ছ হাজার পূর্ব্ব বঙ্গের উদ্‌বাস্তু হিন্দুর বাস।

মহাপাত্র। ছ হাজার!

প্রণব। বেশী ছাড়া কম নয়। একবার তারা ঘর বাড়ী জমি জিরেৎ, কেউ কেউ স্ত্রীকন্যা পর্য্যন্ত হারিয়ে এখানে এসে নতুন করে নীড় বেঁধেছে, আবার তারা স্রোতের তৃণের মত ভেসে যাবে। **what is sport to y.u is death to them.**

মহাপাত্র। তুমি ত বললে না যে সেখানে মানুষ বাস করে।

প্রণব। বলতে চেয়েছিলাম, আপনি আমাকে ধমক দিয়ে বসিয়ে দিলেন। এমনি করে ধমক দিয়ে আপনারা দুচার জন ভাগ্য বিধাতা সমগ্র জাতটাকে বসিয়ে দিতে চান, আর মনে করেন, আপনারাই শুধু বুদ্ধিমান আর সবাই হালের গরু।

ভূপাল। তুমি ভুলে যাচ্ছ কার সঙ্গে তুমি কথা বলছ।

প্রণব। বলছি তাদেরই একজনের সঙ্গে যারা দেশটাকে অঙ্গুলি-হেলনে শাসন কচ্ছেন অথচ খবর রাখেন না, কোথায় মানুষ বাস করে আর কোথায় গরু চরে। এঁরা বার বার ঠকেন, তবু এদের হুঁস হয় না। ফেউমিঞার দল যতবার দিল্লীতে আসে, ততবারই কিছু না কিছু আদায় করে নিয়ে যায়। কেন? সর্ব্বসাধারণের সম্পদ কারণে অকারণে বিলিয়ে দেবার অধিকার কে আপনাদের দিয়েছে? Is the country your ancestral property?

মহাপাত্র। যুবক, তোমার কথা তিক্ত হলেও ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু আমি কথা দিয়ে ফেলেছি, আর উপায় নেই।

প্রণব। কথা দেবার আগে একবার ত আপনার ভাবা উচিত ছিল যে জমিটা বাংলার। দেশবিভাগ করে বাংলাকে একবার বলি দিয়েছেন। পাঞ্জাবের সমস্যা আপনারা মিটিয়েছেন, কিন্তু বাংলার সমস্যা দেখেও দেখেন নি। দফায় দফায় পাকিস্তানীরা বাঙ্গালী হিন্দুদের সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে এ দেশে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

তারই কতকগুলো ছিন্নমূল হতভাগ্যের দল খড় কুটো দিয়ে নীড় বেঁধে বাস কচ্ছে, আপনারা তাও ভেঙ্গে দিতে চান?

মহাপাত্র। আর উপায় নেই। আমরা কথা দিয়েছি।

প্রণব। কথা ত আপনারা দেশের লোকের কাছে অনেক দিয়েছিলেন, কটা কথা রেখেছেন? আপনারাই ত বলেছিলেন, চোরাবাজারীদের nearest light post এ ফাঁসী দেবেন। ক'জনের ফাঁসী হয়েছে স্যার? আপনারাই ত বলেছিলেন স্বাধীন দেশের সরকারী কর্ম্মচারীদের কারও পাঁচশো টাকার বেশী মাইনে থাকবে না। আপনি কত টাকা মাইনে নেন স্যার? দেশের কাছে কথা দিলে তার দাম নেই, যত দাম বিদেশীর কাছে কথা দিলে?

ভূপাল। চুপ কর প্রণব।

প্রণব। কেন চুপ করব? আমি জানতে চাই, বাংলা দেশের উপর কেন আপনাদের এত অনুরাগ? খাজনা দিই না আমরা, দেশের মুক্তি সংগ্রামে আমরা কিছু কম রক্ত দিয়েছিলাম? তবে কেন আমাদের উপর এ নিগ্রহ? আর নিগ্রহ আমরা সইব না। বেরুবাড়ী আমরা দেব না।

মহাপাত্র। দেবে না?

প্রণব। না।

মহাপাত্র। শোন যুবক।

প্রণব। আর শুনব না আপনার কথা। আমি এই মুহূর্ত্তে আপনার চাকরী থেকে ইস্তফা দিচ্ছি। Here is my resignation.

ভূপাল। Resignation! তুমি বলছ কি প্রণব? চাকরী ছেড়ে দিলে খাবে কি?

প্রণব। ছাই খাব। তোমরা দেশের মুষ্টিমেয় ভাগ্যবিধাতা বাঙ্গালীর মুখের ভাত কেড়ে নিয়ে মুঠো মুঠো ছাই তুলে দিয়েছ।

মাধব। গাল দিচ্ছেন কেন মশায়? এটা ভদ্রলোকের বাড়ী, শুঁড়ীর দোকান নয়।

মুজিবর। বা—বাজে কথা বলবেন না।

মাধব। আপনিই ত বাজে কথা বলছেন। কি বলতে চান, সোজা কথায় বলুন। কি করেছে আমার ভাই? অনেক দিন তার চিঠিপত্র পাই নি। কি খবর এনেছেন তার? কেমন আছে সে?

মুজিবর। আ—আমি তার কি জানি। অ—অত শত জা—জানবারও আমার টাইম নেই, ব—বলবারও টাইম নেই। আ—আমি হচ্ছি কাজের লোক।

মাধব। কি বিপদ? তবে আপনি কি বলতে এসেছেন?

মুজিবর। আমি বলছি বে—বে—

মাধব। বে-বে কি? পেপের কথা বলছেন?

মুজিবর। থা—থামুন মশায়। বে—বেরুবাড়ীর কথা জানেন?

মাধব। কেন জানব না? সেখানে আমার মামার বাড়ী।

মুজিবর। মা—মামার বাড়ী হক, আর পি—পিসের বাড়ী হক, সে—সে কথা আপনাকে কে জিজ্ঞেস কচ্ছে? ব—বলছি, বেরুবাড়ী যে পাকিস্তানকে দেওয়া হয়েছে, সে কথা আপনি জা—জানেন?

মাধব। পাকিস্তানকে দেওয়া হয়েছে? বেরুবাড়ী? তাইত, আবার কতগুলো মানুষ উদ্‌বাস্তু হল? কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি?

মুজিবর। স—সম্পর্ক আছে বলেই আমি এ—এসেছি। নইলে মু—মুক্তারাম দারোগা যে—যেখানে সেখানে আসে না।

মাধব। তা ত বটেই।

মুজিবর। বা—বাজে বকবেন না। টা—টাইম নেই আমার।

মাধব। তা ত দেখতেই পাচ্ছি।

মুজিবর। কি—কি দেখতে পাচ্ছেন?

মাধব। টাইম নেই। কতক্ষণ ধরে আপনি তো—তো কচ্ছেন, তবু আসল কথাটা বলতে পাচ্ছেন না।

মুজিবর। সাট্ আপ্। আ—আমার নাম মু—মুক্তা রাম দারোগা। আ—আমার নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়।

মাধব। এমন কিছু বাহাদুরীর কথা নয়। সাপ দেখেও লোকে ভয়ে পালায়।

মুজিবর। শু—শুনুন মশায়।

মাধব। বলুন মশায়।

মুজিবর। আ—আপনার ভাই এক বি—বি।

মাধব। আমার ভাই বিবি কি রকম?

মুজিবর। বিবি কে বললে? বি—বিরাট সত্যাগ্রহের দল গড়ে তুলেছে। বে—বেরুবাড়ী তারা দে—দেবে না। আমরাও যাচ্ছি সত্যাগ্রহের মু-মুণ্ডপাৎ করতে। পা—পারবেন আপনার ভাইকে ফেরাতে?

মাধব। আমার সঙ্গে এখনও তার দেখা হয় নি দারোগা সাহেব। আমি আছি কলকাতায়, সে আছে দিল্লীতে।

মুজিবর। আর দিল্লীতে নেই। সে তার দলবল নিয়ে আর একটু পরেই হাওড়া ষ্টেশনে না—নামবে। আ—আপনি এখনি যান। ভা—ভাইকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফে—ফেরান বলছি। নইলে স—স—সর্ব্বনাশ হবে। সে—সে ত যাবেই, আপনার এই বা—বাড়ী ঘর দোর কিচ্ছু থাকবে না।

মাধব। সব পাকিস্তানকে দিয়ে দেবেন?

মুজিবর। বা—বাজে বকবেন না। ন—নজর আনুন।

মাধব। কিসের নজর?

মুজিবর। বাঃ! ক—কচি ছেলে না কি আপনি! মু—মুক্তারাম দারোগা আপনার বা—বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিয়েছে, ন—নজরানা দেবেন না?

মাধব। না।

মুজিবর। ব—বটে? আচ্ছা, তাহলে আমি আসি। ম—মনে রাখবেন, আমার নাম মুক্তারাম দারোগা। ·আমি তোমাকে—

প্রণবের প্রবেশ।

প্রণব। তোমাকে নয়, 'আপনাকে'। বুঝেছেন মুচিরাম বাবু?

মুজিবর। মু—মুচিরাম কে? আমি মু—মুক্তারাম দারোগা।

মাধব। এ সব কি শুনছি প্রণব?

মুজিবর। তো—তোমার নাম প্রণব চৌধুরী?

মাধব। হ্যাঁ দারোগাবাবু, এই আমার ভাই।

মুজিবর। তু—তুমি বেরুবাড়ীতে স—সত্যাগ্রহ করবে?

প্রণব। আমি একা নই, সঙ্গে আরও পঞ্চাশজন আছে।

মুজিবর। চ—চল, আমিও যাচ্ছি। তো—তোমাকে আমি ফা—ফাঁসীকাঠে তুলব, তবে আমার নাম মু—মু—

প্রণব। মুচিরাম দারোগা।

মুজিবর। বা—বাজে বকো না বলে দিচ্ছি। আমি হচ্ছি কা—কাজের লোক।

[প্রস্থান।

প্রণব। দাদা, –

মাধব। এ সব কি ব্যাপার প্রণব? তুমি বেরুবাড়ীতে সত্যাগ্রহ করতে যাচ্ছ?

প্রণব। হ্যাঁ দাদা।

মাধব। এর অর্থ কি?

প্রণব। তুমি বোধহয় জান দাদা, পাকিস্তানের শয়তান গুলো যতবার দিল্লীতে গেছে, ততবারই কিছু না কিছু আদায় করে নিয়ে গেছে। এবার তারা বেরুবাড়ীর দিকে হাত বাড়িয়েছে। আমাদের প্রেমের অবতার ভাগ্যবিধাতারা বারবার তাদের দুহাত ভরিয়ে দিচ্ছে, প্রতিদানে কিছুই পাচ্ছে না। খণ্ডিত বাংলার দুঃখ দুর্দ্দশায় এরা কর্ণপাত করে না; অথচ তারই আবার অঙ্গচ্ছেদ করে এরা বিদেশীর কাছে ভাল মানুষ সাজতে চায়। আমরা অনেক সয়েছি, আর সইব না।

মাধব। কি করবে ভাই? কি শক্তি তোমার?

প্রণব। আমার একার শক্তি কিছুই নয়, কিন্তু পঞ্চাশ জনের শক্তি তুচ্ছ নয়। সমগ্র বাংলাদেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। আমরা সবাইকে ডাক দিয়ে যাব। সমস্যা সঙ্কুল বাংলা দেশকে নিশ্চিহ্ন করবার এই ষড়যন্ত্রেয় বিরুদ্ধে হাজার হাজার বাঙ্গালী কি রুখে দাঁড়াবে না। আজ আমরা আছি পঞ্চাশজন, কাল হব পাঁচ হাজার। আমরা দেখতে চাই কেমন করে বাংলার এক ইঞ্চি জমি এরা বিদেশীদের হাতে তুলে দেয়।

মাধব। তোমার সব কথা সত্য প্রণব। কিন্তু এ কথা ভাববার লোক বাংলা দেশে অনেক আছে। বাংলায় দুটো আইনসভা আছে। লোকসভায় বড় বড় বাঙ্গালী সদস্য আছেন। দেখ, তাঁরা কি করেন। এ কাজ তোমার নয় প্রণব।

প্রণব। আমিও ত বাঙ্গালী দাদা!

মাধব। তুমি ক্ষুদ্র ছাপোষা কেরাণী। তোমার স্ত্রী পুত্র আছে, গলগ্রহ ভাই আছে,—লোকলৌকিকতার দায় আছে, এ রাজনীতি তোমার সাজে না প্রণব। সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তারাই করতে পারে যাদের সংসার মাইনের টাকায় চলে না, জমিদারী,

ব্যবসা বা দুচারখানা বাড়ী আছে। তোমার মাইনের টাকা আসতে দেরী হলে আমাদের অনাহারে থাকতে হয়, তোমার ছেলেকে স্কুলে বসতে দেয় না। বাড়ীটার আধখানা হয়ে আছে, আর আধ-খানা এখনও বাকি। বৌমার গহনাগুলো বাঁধা দিয়েছ, এখনও খালাস করতে পার নি, মা আমার কোথাও বেরুতে পারে না। এত বোঝা যার মাথার উপর, তাকে মুখ বুজে সব সইতে হয়, দেখেও না দেখার ভান করতে হয়।

প্রণব। দাদা, -

মাধব। সংসারটা কাব্য নয় প্রণব। কি বোঝাব আমি তোমাকে ? নিজে লেখাপড়া শিখতে পাইনি, আধপেটা খেয়ে তোমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছি। দশ বছর তুমি আমাকে ধরে বেঁধে ঘরে এনে বসিয়েছ। লক্ষ্মী এনে ঘরে প্রতিষ্ঠা করেছি, সোনার চাঁদ মাটিতে নেমে এসেছে। ভাই, আমায় স্বর্গে তুলে দিয়ে মাটিতে ফেলে দিও না। আজ যদি তুমি সত্যাগ্রহ কর কাল তোমার চাকরী যাবে।

প্রণব। চাকরী আমি ছেড়ে দিয়েছি দাদা।

মাধব। চা-ক-রী ছে-ড়ে দিয়েছ! এত চেষ্টা করে ভূপাল সেন তোমায় অমন চাকরীটা জুটিয়ে দিয়েছেন, তুমি অনায়াসে তা ছেড়ে দিলে ?

প্রণব। দিলাম। আমি গাইতে জানি, বাজাতে জানি, বই লিখতে জানি। কাজ যদি না জোটে, কুলীগিরি করে তোমাদের প্রতিপালন করব, তবু দেশের ঐই সব গুপ্ত শক্রর অধীনে চাকরী করব না।

ভূপালের প্রবেশ।

ভূপাল। You are a sentimental fool.

মাধব। কে ভূপাল? তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে। দেখ তুমি যদি বোঝাতে পার?

প্রণব। আপনি কখন এলেন দাদা?

ভূপাল। তোমার পিছে পিছেই ত আসছি। নাও, সই কর। আমায় এখনি ফিরে যেতে হবে।

প্রণব। কি সই করব?

ভূপাল। তোমার মাথা সই করবে Idiot কোথাকার? তোমার হাতে আমার মামাত বোনটাকে তুলে দিয়েই আমি বিপদে পড়েছি। নইলে তুমি উচ্ছন্ন গেলেই বা আমার কি? আর একমাস পরে তোমার Promotion due, আর এই সময় তুমি চাকরী ছেড়ে দিলে?

প্রণব। আমি ত ছেড়েইছি। আপনাকেও অনুরোধ কচ্ছি, ওদের তাঁবেদারি ছেড়ে দিন। ওরা অবুঝ নয়, ঝানু শয়তান, পাকিস্তানীদের চেয়েও ওরা বাংলার বড় শত্রু। বাংলার মেয়েদের ইজ্জৎ নষ্ট হলে ওদের কিছুই যায় আসে না, ঢাকা নারায়ণগঞ্জের রাজপথ বাঙ্গালীর খুনে লাল হয়ে গেলেও ওদের এতটুকু নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না, দান খয়রাত করতে হলে ওরা ওই মুষ্টিমেয় ভাগ্য-বিধাতার দল নিজেদের প্রদেশ থেকে এক ইঞ্চি জমি খসাবে না,—যত বদান্যতা শুধু বাংলার স্বার্থ বলি দিয়ে।

মাধব। সব সত্য; কিন্তু তুমি করবে কি?

ভূপাল। যারা হুঙ্কার দিলে দিল্লীর লোকসভায় আগুন ধরে যেত, তারা যদি চুপ করে থাকে, তোমারই বা বেরুবাড়ীর জন্যে এত মাথা ব্যথা কেন? ও সব ভাবাবেগ ছেড়ে দাও। পদত্যাগ প্রত্যাহার কর; কর স্বাক্ষর।

প্রণব। না।

মাধব। প্রণব, আমার কথা রাখ।

প্রণব। ক্ষমা কর দাদা। চাকরী করে যা পাই, তার চেয়ে বেশী আমি উপার্জ্জন করে তোমার হাতে এনে দেব। আমার বাধা দিও না। দাদা, অনেক করেছেন আপনি আমার জন্যে; আপনার কথা আমি রাখতে পারলুম না, কিন্তু আপনার মহত্বও আমি ভুলব না।

মাধব।
ভূপাল। } প্রণব!

[নেপথ্যে সত্যাগ্রহিগণ—বন্দে মাতরম।]

প্রণব। আর আমার সময় নেই। আমি চললুম।

মাধব। বৌমার সঙ্গেও দেখা করবে না?

প্রণব। ফিরে এসে দেখা করব।

ভূপাল। ছেলেটাকেও একবার দেখতে ইচ্ছে করে না।

প্রণব। আজ থাক।

ভূপাল। তুমি দেবতা না পশু?

প্রণব। দেবতাও নই, পশুও নই; আমি বাঙ্গালী। [প্রস্থান।

মাধব। চল ভূপাল, ভেতরে চল।

ভূপাল। না মাধববাবু, আমিও বেরুবাড়ীতে যাব। সরকার সত্যাগ্রহীদের দমন করার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করবে না। হাজার হাজার পুলিশ ফৌজ যাচ্ছে, পাকিস্তানও অসংখ্য সৈন্য বেরুবাড়ীর সীমান্তে মোতায়েন করেছে। ওপারে শত্রু, এ পারেও শত্রু, মাঝখানে সত্যাগ্রহীর দল। হতভাগাদের ফেরাতেই হবে।

মাধব। তোমাদেরই বা এ কি বিচার। আর কি তোমাদের কিছুই দেবার ছিল না? পাঞ্জাবের খানিকটা কেটে দিলে না কেন?

ভূপাল। মারের ভয়ে। শ্যামাপ্রসাদ মরে গেছেন, ক্ষুদিরাম কানাই সূর্য্যসেন নির্ব্বংশ হয়ে গেছে,—সমগ্র বাংলা বিলিয়ে দিলেও

গুঁতোর ভয় নেই। তাই একটু একটু করে বাংলারই অঙ্গচ্ছেদ হবে। যেখানে আমরা আজ দাঁড়িয়ে আছি, একদিন এ-ও হয়ত আমাদের থাকবে না। আপনার এই বাড়ীর উপরে হয়ত বিশ বছর পরে ঈদের চাঁদ উড়বে। ভগবান করুন, সে দুর্দ্দিন দেখবার জন্যে আপনি যেন বেঁচে না থাকেন।

মাধব। ভূপাল!

ভূপাল। প্রণব অন্যায় করে নি। কিন্তু ন্যায়ধর্ম্মের স্থান আজ কোথাও নেই। তাই অন্যায় জেনেও তাকে ফেরাতে যাচ্ছি। দেখি যদি ফেরাতে পারি। [প্রস্থান।

মাধব। পার কর ঠাকুর, এবার আমায় পার কর।

গীতকণ্ঠে ভিক্ষুকের প্রবেশ।

গীত

ব্রজের কানু আয় রে ব্রজে আয়!
বৃন্দাবনের গোঠে বনে বাঁশের বাঁশী কে বাজায়?
কাঁদছে ধূলায় রাধারাণী, নন্দরাণী অন্ধ,
কি পেলি তুই মথুরাতে পারিজাতের গন্ধ?
আয় রে কানু আয় রে ঘরে চোখে মোদের জল না ধরে,
কেন রে তুই কঠিন হলি, বুক ফাটে ভাই বেদনায়।

ভিক্ষুক। দুটি ভিক্ষে বাবা।

মাধব। এই নাও ভিক্ষে। [ট্যাক হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া দিলেন] আশীর্ব্বাদ কর, প্রণব যেন ভালয় ভালয় ফিরে আসে।

ভিক্ষুক। জয় হক বাবা। [প্রস্থান।

[পর্দ্দা নামিয়া আসিল]

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য।

বেরুবাড়ী সীমান্ত।

উজির ও ফেউমিঞার প্রবেশ।

উজির। ওহে ফেউমিঞা, মহাপাত্র আসছে যে।

ফেউমিঞা। আসুক না, ভয় কি আপনার?

উজির। না, হিন্দুদের আবার ভয় কি? কলসীর কানা মেরে মাথা ফাটিয়ে দিলেও ওরা প্রেম না দিয়ে ছাড়বে না।

ফেউমিঞা। আরও একটা সুবিধে আছে। যত খুনোখুনিই হক, ওরা কখনও মেয়েদের গায়ে হাত দেবে না।

উজির। এটা ওদের মহৎ গুণ বলতে হবে।

ফেউমিঞা। গুণ নয় জনাব। অন্য জাতের মেয়েকে ওরা ঘেন্না করে।

উজির। এ পারের লোকেরা এ বিষয়ে খুব উদার। কিন্তু আমি অন্য কথা ভাবছি ফেউমিঞা। মহাপাত্রকে আমরা বলেছিলাম যে বেরুবাড়ীতে মানুষ বাস করে না। লোকটা এসে যখন দেখবে, ছ' হাজার মানুষ এখানে বাস কচ্ছে, তখন মনে করবে কি?

ফেউমিঞা। মন আছে না কি যে মনে করবে? ও ভদ্রলোকের মন বিশ্বময় ভ্রমণ কচ্ছে। বাংলার কথা সেখানে ঠাঁই পায় না।

উজির। কিন্তু আমরা যে তার কাছে মিথ্যাবাদী হয়ে যাব।

ফেউমিঞা। কিচ্ছু হব না। আপনি ভাববেন না উজির সাহেব। যা বলবার আমি বলব, আপনি শুধু তোবা তোবা করবেন।

মহাপাত্র মহামিত্র মহামহোপাধ্যায়ের দল আমাদের কাছে শিশু। ওরা সব ধর্ম্মের আফিং খেয়ে ঝিমিয়ে পড়েছে। ওদের যদি ট্যাঁকে গুঁজতে না পারি, তবে পাকিস্তান রাখব কি করে? ওই আসছে।

উজির। হুঁসিয়ার।

ফেউমিঞা। ছি ছি ছি; এ সব কি মানুষের কাজ? জন-মানবের চিহ্ন যেখানে ছিল না, সেখানে রাতারাতি ছ' হাজার লোকের বসতি গড়ে উঠল? এ শুধু পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করা আর মহানুভব মহাপাত্রকে জব্দ করার মৎলব।

মহাপাত্রের প্রবেশ।

মহাপাত্র। উজির সাহেব!

ফেউমিঞা। ছি ছি ছি, বিশ্ববাসী যাকে মহাপুরুষ বলে শ্রদ্ধা করে, নিজের দেশের লোক তাকে এমনি করে হেয় করতে চায়। আমাদের দেশে এ বেয়াদবি আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করতুম না, কামানের গোলায় উড়িয়ে দিতুম এই সব জাতিদ্রোহী জানোয়ারের দলকে।

মহাপাত্র। এ সব কি উজির সাহেব?

উজির। কে? মহাপাত্র? আসুন, আসুন। আমরা এ সময় আপনারই দর্শন কামনা কচ্ছিলাম।

মহাপাত্র। আপনারা না আমায় বুঝিয়েছিলেন যে বেরুবাড়ী একটা জনশূন্য গোচারণ ভূমি?

উজির। আমরা ত তাই জানতুম।

মহাপাত্র। আমিও ত আপনাদের কথায় বিশ্বাস করেছিলাম।

উজির। আমরা আপনার বিশ্বাস ভঙ্গ করি নি জনাব।

ফেউমিঞা। আমরা যখন আপনার সঙ্গে মোলাকাৎ করেছিলাম, তখন এখানে একজন মানুষও ছিল না। আপনারা আমাদের

বেঙ্কবাড়ী দিয়েছেন শুনেই বাঙ্গালীরা রাতারাতি এখানে ঘর বানিয়ে ফেলেছে।

মহাপাত্র। বলেন কি?

ফেউমিঞা। এ আমাদের নিজের চোখে দেখা।

উজির। এ শুধু আপনাকে জব্দ করার মৎলব। আপনি সরল মানুষ,—জানেন না,—বাঙ্গালীরা আপনাকে তুই চক্ষে দেখতে পারে না।

মহাপাত্র। কে বললে?

ফেউমিঞা। এ ত সবাই জানে। আপনার উপরই তাদের বেশী রাগ। বলে, ওটা ত একটা পণ্ডিত মূর্খ। আমি বললুম,—খবরদার, মহাপাত্রকে যে নিন্দে করবে, সে আমাদের দুশমন।

মহাপাত্র। বাংলা যুবকরা দেখছি দলে দলে সত্যাগ্রহ করতে এসেছে।

ফেউমিঞা। সব ভাড়াটে গুণ্ডা। ওই প্রণব চৌধুরী ওদের পয়সা দিয়ে বশ করেছে। দিন ব্যাটাকে চাকরী থেকে তাড়িয়ে।

মহাপাত্র। চাকরী সে ছেড়ে দিয়ে এসেছে। আমাকেও যথেষ্ট তিরস্কার করে এসেছে।

উজির। বলেন কি? আপনার মত মহামানবকে তিরস্কার। সমস্ত তুনিয়া যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তাকে চোখ রাঙায় একটা বাঙ্গালী ছোকরা!

ফেউমিঞা। তোবা, তোবা!

মহাপাত্র। না, চোখ রাঙায় নি; মনের দুঃখে দু দশটা কথা শুনিয়েছে। আমরাও ভাল কাজ করিনি। বাংলার জমি দিতে হলে বাঙ্গালীর মত নেওয়া উচিত।

উজির। বলেন কি জনাব? বাঙ্গালীর আবার মত, তাই আপনাদের নিতে হবে?

ফেউমিঞা। সত্যাগ্রহীরাও ঠিক এই কথাই বলছে।

মহাপাত্র। কি বলছে?

ফেউমিঞা। বলছে, আমাদের মত না নিয়ে আমাদের জমি কার সাধ্য বিলিয়ে দেয়? এ কি তাদের পৈতৃকি সম্পত্তি? মহাপাত্র শূয়ারকে আমরা বেরুবাড়ীর মাটিতে জ্যান্ত কবর দেব।

মহাপাত্র। কে বলেছে এ কথা?

ফেউমিঞা। সবাই বলছে। বেশী করে বলছে, ওই প্রণব চৌধুরী। কি উজির সাহেব বলে নি?

উজির। একবার নয়, দশবার বলেছে। আমার নিজের কানে শোনা। থাক মহাপাত্র, বাঙ্গালীর হাতে আপনার অপমান আমরা দেখতে চাই না। আপনার কথা আপনি ফিরিয়ে নিন।

মহাপাত্র। কখনই না। হাতীকা দাঁত, মরদকা বাত।

ফেউমিঞা। কিন্তু ওরা আপনার গায়ে হাত তোলে, সে আমাদের সইবে না। ওই দেখুন, সত্যাগ্রহীরা এগিয়ে আসছে।

মহাপাত্র। Never mind. এ পারে পুলিশের ব্যবস্থা করা হয়েছে, আপনারাও ত দেখছি সৈন্য সামন্ত নিয়ে এসেছেন। আমি বলে যাচ্ছি, সত্যাগ্রহীরা যদি বেশী উত্যক্ত করে পুলিশ তাদের দলবল শুদ্ধ গ্রেপ্তার করবে, দরকার হলে গুলি চালাবে।

ফেউমিঞা। মহাপাত্র মহানুভব। আপনাকে সেদিন চিলাহাটির কথা বলেছিলাম। কথাটা ভেবে দেখেছেন কি?

মহাপাত্র। দেখেছি। ওটা না হলেই আপনাদের চলবে না?

উজির। আপনাদের যদি ভয় হয়, বাঙ্গালীরা গোলমাল করবে, তাহলে না হয় থাক। একেই আপনাকে কবর দেবে বলে ভয় দেখাচ্ছে—

মহাপাত্র। তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমরা যা দিয়েছি, কারও ভয়ে তা ফিরিয়ে নেব না। চিলাহাটিও আমরা

আপনাদের দেব। কিন্তু আপনাদের শপথ করতে হবে, আপনাদের দাবির এইখানেই অবসান হবে।

উজির। খোদার কসম, আর আমরা এক ইঞ্চি জমিও দাবি করব না।

ফেউমিঞা। আদাব।

মহাপাত্র। আদাব।

[প্রস্থান।

উজির ও ফেউমিঞা। হাঃ হাঃ হাঃ।

উজির। খোদাতালা মহানুভব মহাপাত্রকে আরও বিশ বছর বাঁচিয়ে রাখুন। তার মধ্যেই আমরা বাংলার সবটুকু পাকিস্তানের সামিল করে নেব। কিছু নেব চেয়ে, কিছু নেব ছলে ভুলিয়ে আর বাকিটা নেব গায়ের জোরে। কি বল ফেউমিঞা?

ফেউমিঞা। বিশ বছর লাগবে না উজির সাহেব। খোদাতালার মর্জি হলে পনের বছরেই আমরা কাজ হাসিল করতে পারব।

উজির। কিন্তু আমি যে খোদার কসম খেয়ে শপথ করলাম, আর এক ইঞ্চি জমিও দাবি করব না। তার কি হবে?

ফেউমিঞা। ছাই হবে। শপথ রাখবে বোকা ভারতবাসীরা, পাকিস্তান শপথ করে কিন্তু রাখে না। এমনি করেই আমরা পাকিস্তান হাসিল করেছি, এমনি করেই একদিন দিল্লীর লাল কেল্লায় পাকিস্তানী ঝাণ্ডা ওড়াব। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

উজির। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[নেপথ্যে সত্যাগ্রহিগণ—"বন্দে মাতরম্"। পাকিস্তানী সৈন্যগণ—"পাকিস্তান জিন্দাবাদ।"]

[নেপথ্যে সত্যাগ্রহিগণ—"আমরা রক্ত দেব, প্রাণ দেব, বেরুবাড়ী দেব না।"]

ফেউমিঞা। মামার বাড়ীর আবদার। আমরা যখন চেয়েছি বাপের সুপুত্তুর হয়ে দিবি। রক্ত দিবি, প্রাণ দিবি, বেরুবাড়ীও দক্ষিণা দিবি।

উজির। কিন্তু ওরা যে শ'য়ে শ'য়ে এগিয়ে আসছে হে ফেউমিঞা।

ফেউমিঞা। আসুক। এখনি সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। একটি মাত্র গুলি ওপার থেকে ছুটে গিয়ে একজন ভারতীয় সেপাইকে শুইয়ে দেবে। তারপরই সত্যাগ্রহ মাথায় উঠবে।

উজির। তুমি বলছ কি? ভারতীয় সেপাইকে গুলি করবে আমাদের সৈন্য? গুলিতে পাকিস্তান লেখা আছে যে।

ফেউমিঞা। [একটি গুলি বাহির করিয়া] কোথায় পাকিস্তান, দেখুন দেখি কি লেখা আছে।

উজির। কি আশ্চর্য্য, এ যে ওদের গুলি। এ গুলি কোথায় পেলে তুমি?

ফেউমিঞা। মুজিবর দারোগার কাছে। ভাবছেন কেন? ওদের পুলিশ বিভাগে আমাদের অসংখ্য বন্ধু ছড়িয়ে আছে। আল্লাতালার দোয়ায় আমরা যদি কখনও ভারত আক্রমণ করি, দেখবেন লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী ভারতের বুকের উপর দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের পতাকা উড়িয়ে দেবে। আসুন, এখানে আর নয়, দুরে দাঁড়িয়ে দেখুন কেমন করে সত্যাগ্রহের মুণ্ডপাৎ করি। [প্রস্থান।

উজির। শয়তানের বাচ্ছা, শয়তান। এ ব্যাটা খুব সম্ভব দিনের বেলা মানুষ হয়, আর রাত্রে হয় পাতিশেয়াল। হিন্দুদের যদি দুটো দুশমন থাকে, তার মধ্যে এই ব্যাটাই সেরা। আমার হাত পা বাধা, নইলে লোকটাকে তোপের মুখে উড়িয়ে দিতুম।

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে সত্যাগহিগণ—"রক্ত দেব, প্রাণ দেব, বেরুবাড়ী দেব না।"]

মুজিবরের প্রবেশ।

মুজিবর। বে—বেরুবাড়ী ত দেবেই, চি—চিলাহাটিও দেবে। সব—ঠিঁ—ঠিক হয়ে গেছে। যদি বা—বাঁচতে চাও, পালাও বলছি। নইলে তো—তোমাকে আমি ফা—ফা ফাঁসীকাঠে লটকাব।

প্রণব। তা আর লটকাবে না? তোমরা এইজন্যেই ত পাকিস্তানী হয়েও ঢাকাই গোস্তরুটি আর বাথরখানির লোভ সংবরণ করে কলকাতার মাটি কামড়ে পড়ে আছ। আমাদের সদাশয় সরকারের যে চোখ নেই। নইলে খিদিরপুরের ডকে, পুলিশের চাকরীতে, কলে কারখানায় ফ্যাক্টরীতে তোমাদের মত দুশমনকে পুষে রাখে? তোমরা আমাদের খেয়ে পাকিস্তানের গুণগান কর, এ দেশের নিরীহ হিন্দু পথচারীদের ছুরি মার, দাঙ্গা বাধাও—মসজিদে মসজিদে অস্ত্র আমদানি কর। কত আর বলব? এ দেশের শাসনরশ্মি যদি আমার হাতে থাকত, আমি তোমাদের সব কটাকে কান ধরে পদ্মার পারে পাঠিয়ে দিতুম।

মুজিবর। হা—হারামজাদা, তোকে আমি—

প্রণব। তবে রে দারোগার নিকুচি করেছে। আমাদের বুকের রক্ত খেয়ে আমাদেরই গালাগাল?

মুজিবর। এই ভা—ভাল হবে না।

প্রণব। ভাল আমাদের হয়ে গেছে। [দারোগাকে ফেলিয়া প্রহার]

মুজিবর। ভ—ভ—ভজন সিং—পাকড়ো।

কনেষ্টবল ভজন সিংহের প্রবেশ।

ভজন। কে কোথায় আছ? মেরে ফেললে দারোগা সাহেবকে।

[মিজেও অলক্ষ্যে দুই ঘা দিল, সহসা গুলি ছুটিয়া আসিল ; ভজন সিং গুলিবিদ্ধ হইয়া পড়িয়া গেল। সত্যাগ্রহীদের "বন্দে মাতরম্" দারোগার "পাকড়ো পাকড়ো"—চীৎকার, ভজন সিংহের কাতর আর্ত্তনাদ, —একসঙ্গে শোনা যাইতেছিল। প্রণব স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, দারোগা উঠিয়া দাঁড়াইল।]

ভজন। প্রণববাবু, পালিয়ে যান! দারোগা আপনাকে ধরিয়ে দেবে। এ ব্যাটা পাকিস্তানের গুপ্তচর।

মুজিবর। চোপ্‌রাও বদমায়েস।

ভজন। হল না মিঞা, তোমার কবরের ব্যবস্থা পাকা করে এনেছিলাম, দেরী হয়ে গেল। প্রণববাবু—পালাও—ভগবান তোমাকে বাঁচিয়ে রাখুন! [মৃত্যু]

প্রণব। অপরিচিত বন্ধু, যাবার সময় আমার নমস্কার গ্রহণ কর।

[নত হইয়া নমস্কার করিল, সঙ্গে সঙ্গে দারোগা তাহার হাতে হাতকড়ি পরাইল।]

মুজিবর! চ—চলে আয় ব্যাটা খুনি।

প্রণব। কে খুনী? আমি? কাকে খুন করেছি?

মুজিবর। ভ-ভজন সিংকে খুন করেছিস। ফা—ফা—ফাঁসীকাঠে উঠবি আয়।

প্রণব। চল। দেখি ফাঁসীকাঠ কি দিয়ে তৈরী।

[প্রণবকে লইয়া দারোগার প্রস্থান।

[পর্দ্দা নামিয়া আসিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আদালতের আলিন্দ।

মাধব ও স্বপনের প্রবেশ।

স্বপন। জ্যাঠামশাই, বাবা কখন বেরিয়ে আসবে?

মাধব। জানি না বাবা।

স্বপন। বাবার হাত বেঁধে রেখেছে কেন? কই, তোমার ত হাত বাঁধে নি।

মাধব। বাঁধবে, আমারও হাত বাঁধবে, তুমিও বাদ যাবে না। বাঙ্গালীদের কাউকে বাঁচতে দেবে না; ঘরে পরে শত্রু, কোনদিকে পথ নেই। পূর্ব্ববঙ্গে ঠাঁই হল না, আসাম দোর বন্ধ করে দিচ্ছে, ছিল ভাগীরথীর তীরে একটুখানি মাটি। বোকা বাঙ্গালীরা নানা জায়গা থেকে খড়কুটো এনে এখানেই নীড় বেঁধেছিল। ভেবেছিল, পেটে ভাত থাক আর না থাক, মাথা গোঁজবার ভাবনা থাকবে না। সব আশা শূন্যে মিলিয়ে গেল। ওঃ—

স্বপন। জ্যাঠামশাই, তুমি কাঁদছ? কেন জ্যাঠামশাই? বাবা কি আর বাড়ী যাবে না?

মাধব। যাবে, নিশ্চয়ই যাবে। এত পাপ আমি করি নি যার জন্যে ঠাকুর তোর বাবাকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নেবেন। কোন দোষ সে করে নি; ধর্ম্ম এখনো আছে, ভগবান ঘুমিয়ে নেই; এ সাজানো মামলা কিছুতেই টিকতে পারে না।

স্বপন। তবে বাবা আমায় কোলে নিলে না কেন? আমি বাবা বলে ডাকলুম, কেন মুখ ফিরিয়ে রইল? আমি পরীক্ষায়

ফাষ্ট´ হতে পারি নি বলে বাবা কি আমার উপর রাগ করেছে? তুমি বাবাকে বল, আসছে বছর আমি নিশ্চয়ই ফাষ্ট´ হব।

মাধব। ওঃ—ঠাকুর, কত সইব আর? হ্যাঁ বাবা, তোমার ক্ষিধে পায় নি? ওই যে খাবারের দোকান। এই পয়সা নিয়ে যাও, জিলিপি খেয়ে এস। আর কোথাও যেও না যেন।

[স্বপন পয়সা লইয়া চলিয়া গেল।

ভূপালের প্রবেশ।

ভূপাল। চৌধুরী মশায়,—

মাধব। অনেক চেষ্টা তুমি করেছ ভূপাল। অর্থ দিয়ে সামর্থ্য দিয়ে অমূল্য সময় অপব্যয় করে হতভাগাকে বাঁচাবার জন্যে চেষ্টার কোন ক্রটি তুমি কর নি। সব নিষ্ফল হয়ে গেল ভূপাল।

ভূপাল। কেন আপনি হতাশ হচ্ছেন? হাকিম রায় পড়তে পড়তে উঠে গেলেন, এখনি ফিরে এসে রায় শেষ করবেন। তাঁর মুখ দেখে আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, আসামীর উপর তাঁর সহানুভূতির অন্ত নেই।

মাধব। হলে কি হবে? হাকিমের হাত বাঁধা। পুলিশ এমন করে মামলা সাজিয়েছে যে এর মধ্যে আর কোন ফাঁক নেই। মুজিবর দারোগা যে এত শক্তিমান, কখনও তা বুঝতে পারি নি। আমি অবাক হয়ে গেছি ভূপাল; সত্যাগ্রহীরা পর্য্যন্ত একে একে দশজন সাক্ষী দিয়ে গেল যে তারা প্রণবকে গুলি করতে দেখেছে?

ভূপাল। সব টাকার খেলা চৌধুরী মশায়। পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ টাকা এই সব মহৎ কাজে ব্যয় হচ্ছে। এই ত কলির সন্ধ্যা। এরপর একদিন দেখবেন জাহাজ চলছে না। টালার জলাধার ফুটো হয়ে গেছে, এরোপ্লেনের পর এরোপ্লেনে আগুন ধরে যাচ্ছে, রেলের লাইনকে উপড়ে নিয়েছে; অস্ত্রের কারখানা বেদখল হয়ে গেছে।

মাধব। ভূপাল,—ছেলেটা কেবলি বাপের কোলে উঠতে চাইছে। কতক্ষণ ভুলিয়ে রাখব আর? রায় ত আর একটু পরেই বেরিয়ে যাবে। কি দেখাব তখন এই দুধের ছেলেকে?

ভূপাল। অধীর হবেন না। হয়ত সে খালাস পেয়ে যাবে।

মাধব। আমি শিশু নই ভূপাল। সব বুঝি আমি। উকীল মুখ চুন করে বসে আছে দেখছ না? পেশকার মাথা তুলছে না। আদালতের পাইক পেয়াদা পিয়ন পর্য্যন্ত নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন এখনি অষ্টবজ্র ভেঙ্গে পড়বে।

ভূপাল। আপনি খোকাকে নিয়ে বাড়ী যান, শুধু শুধু শত্রু হাসাবেন না।

মাধব। কি খবর নিয়ে বাড়ী যাব বল। বৌমা তিনদিন জল স্পর্শ করে নি। বেচারী পথের দিকে চেয়ে আছে,—আমি প্রণবকে নিয়ে ঘরে যাব, তবে সে জলগ্রহণ করবে। হতভাগা নিজেও গেল, বউটাকেও মেরে রেখে গেল।

স্বপনের প্রবেশ।

স্বপন। জ্যাঠামশাই—ওই তোঁতলা লোকটা কে জ্যাঠামশাই? আমি খাবার খাচ্ছিলুম, আমাকে বললে,—খা—খা, শেষ খাওয়া খেয়ে নে। এর পরে কাঁচকেলা খাবি। তোর বাপের ত ফাঁসী হবে।

মাধব। শুনছ ভূপাল?

ভূপাল। না বাবা না। কে বলেছে ফাঁসী হবে? কোন অন্যায় সে করে নি, তার শাস্তি হলে বিচারের কলঙ্ক হবে, ধর্ম্মের মাথায় বজ্রাঘাত হবে, ভগবানের নাম আর কেউ করবে না। তুমি এই খানে জ্যাঠামশাইয়ের কাছে বসে থাক। আমি তোমার বাবাকে এখনি নিয়ে আসছি।

[প্রস্থান।

মাধব। স্বপন!

স্বপন। কেন জ্যাঠামশাই?

মাধব। সব বৈদ্য হাল ছেড়ে দিয়েছে। এখন এক বৈদ্য মাত্র ভরসা। তিনি করুণাময় ভগবান। আমি অনেক ডেকেছি তাঁকে। ডাকা বোধহয় হয় নি, তাই তিনি মুখ তুলে চাইলেন না। তুই একবার ডাক দেখি; ধ্রুব যেমন করে ডেকেছিল, প্রহ্লাদ যেমন করে ডেকেছিল, তেমনি করে ভক্তি ভরে ডাক। সব বিপদ দূর হয়ে যাবে।

স্বপন। কিছুই হবে না জ্যাঠামশায়। ভগবান নেই।

মাধব। ভগবান নেই! হিন্দুর ছেলে, পরম বৈষ্ণব ভৈরব চৌধুরীর নাতী অনায়াসে তুমি বললে, ভগবান নেই! ওঃ—এ কথা শোনবার আগে আমার মরণ হল না কেন? ঠাকুর, ক্ষমা কর ঠাকুর। এ অবোধ শিশু জানে না কি বলছে। রক্ষা কর ভগবান রক্ষা কর।

[পর্দ্দা নামিয়া আসিল]

তৃতীয় দৃশ্য।

আদালত।

কাঠগড়ায় বন্দী প্রণব। পেশকার, কোর্ট ইনস্পেক্টার ও আসামীর উকিল যথাস্থানে দণ্ডায়মান।

উকিল। এ রকম ব্যাপার ত কখনও দেখি নি। হাকিম রায় পড়তে পড়তে উঠে গেলেন? এক ঘণ্টা হয়ে গেল, যে! ও পেশ্‌কারবাবু, একবার দেখে আসুন না।

পেশকার। দা—দারোগা সাহেবকে বলুন। দেখুন না, আসামীর ফাঁসীর রায় শোনবাব জন্যে সাহেবের যেন ত—তর্ সইছে না।

মুজিবর। মশাই, ঠা—ঠাট্যা করবেন না বলে দিচ্ছি।

কোর্ট-ইন। চেপে যান মুচিরাম সাহেব।

মুজিবর। মু—মুচিরাম সাহেব কে মশায়? কোর্টে এলেই আপনি আমাকে মু-মু—মুচিরাম মুচিরাম করেন।

পেশকার। আরে দূর মিঞা। এগিয়ে দে-দেখুন না।

কোর্ট-ইন। দেখবে আর কি? মিঃ পাকড়াশি, your case is lost.

উকিল। তাই দেখছি। কিন্তু অপনার তাতে কোন কৃতিত্ব নেই। সব মুচিরামের মহিমা।

মুজিবর। ফে—ফের মুচিরাম?

পেশকার। চ—চটবেন না জনাব।

উকিল। ধন্যবাদ আপনাকে দারোগা সাহেব। এ সব সাক্ষী কোথা থেকে জোগাড় করলেন বলুন ত? আর এমন trainingই বা কে দিলে? পাক ডেপুটি হাই কমিশনার না কি? দশজন সত্যাগ্রহী পর্য্যন্ত আসামীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে গেল? এত জেরাতেও কোন

ব্যাটা একটু কাৎ হল না? সবাই না কি স্বচক্ষে দেখেছে প্রণব চৌধুরী ভজন সিংহকে খুন করেছে।

মুজিবর। দে-দেখলে বলবে না?

উকিল। কত টাকা ছড়িয়েছেন বলুন দেখি। সীমান্তের এপারে ভারতীয় পুলিশ, ওপারে পাকিস্তানী সৈন্য, মাঝখানে মরণপণ সত্যাগ্রহ; এরই মধ্যে এক ব্যাটা ভিখিরী ভিক্ষে করতে এসে দেখে গেল প্রণব বন্দুক উঁচিয়ে গুলি ছুঁড়ছে?

পেশকার। আর ক' বছর চাকরী আছে সাহেব? এর মধ্যে বাংলা দেশটাকে উচ্ছন্ন করতে পা--পা—পারবেন ত?

মুজিবর। আপনি চু—চুপ করুন বলছি।

প্রণব। আমি যদি বেরুতে পারি, তোমাকে আমি ছাড়ব না মুচিরাম দারোগা।

কোর্ট-ইন। থামো। এটা কোর্ট, তামাসার জায়গা নয়।

প্রণব। তামাসার জায়গা আর কাকে বলে ইনস্পেক্টারবাবু! বঙ্কিমবাবু বলেছেন, আইন একটা তামাসা, বড়লোকে পয়সা খরচ করে তা দেখে। কথাটা এতদিন বুঝি নি, আজ নিজের জীবন দিয়ে বুঝে গেলাম। এই আমাদের স্বাধীন ভারত।

কোর্ট-ইন। Shut up.

প্রণব। রিভলভার দেখিয়ে একটা মানুষকে আপনারা স্তব্ধ করে দিতে পারেন, কিন্তু দেশের জাগ্রত জনমত তাতে নীরব হয়ে থাকবে না। আমাদের মত না নিয়ে আমাদেরই ভিটে মাটি যারা বিদেশীকে দিয়ে দেয়; সেই ক্ষমতাশীল শাসকের বিরুদ্ধে আমি সত্যাগ্রহ চালিয়েছিলাম, এই আমার অপরাধ। আর এরই জন্যে আমার হচ্ছে বিচার! বিচার এ আদালতে হবে না, বিচার হবে জনশক্তির আদালতে।

মুজিবর। জনশক্তি আমার হা—হা—

পেশকার। হালার ভাই হালা।

মুজিবর। ভা—ভাল হবে না প্যাশকারের পো।

প্রণব। পাকিস্তানী সৈন্যের গুলিতে ভারতীয় পুলিশ মারা গেল, আর ভারতের শাসনযন্ত্র তার দায় চাপিয়ে দিলে আমার ঘাড়ে? আর তার তদ্বির কচ্ছে ভারতের বুকের উপর বসে পাকিস্তানের হাই কমিশন? আর এই পাকিস্তানী গুপ্তচর—

মুজিবর। আমি এ সব স—সইব না বলে দিচ্ছি।

উকিল। চুপ কর না মিঞা। আর ল্যাজে গোবরে করো না।

পেশকার। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

মুজিবর। হা—হাসবে না বলছি।

উকিল। বাড়ী যান দারোগা সাহেব। পীরের দরগায় শিন্নি দেবেন না? এত বড় একটা মামলা জয় কচ্ছেন, আপনার ত পোয়া বারো; এক লাফে হয়ত ডেপুটি কমিশনার হয়ে যাবেন।

কোর্ট-ইন। চুপ, হাকিম আসছেন।

বিচারকের প্রবেশ।

বিচারক। বাইরে এত লোক কেন এসেছে?

উকিল। বিচারকের রায় শুনতে এসেছে My lord. আসামীর অসংখ্য গুণগ্রাহী আছে।

বিচারক। তাই দেখছি।

কোর্ট-ইন। My lord. আমি শৃঙ্খলা ভঙ্গের আশঙ্কা কচ্ছি। আমি আপনাকে অনুরোধ কচ্ছি, আপনি মিলিটারীর সাহায্য চেয়ে পাঠান।

বিচারক। By no means. আমার আদালতের ত্রিসীমানার মধ্যে মিলিটারী আসবে না। ওদের মাত্রা জ্ঞান নেই; কারণে অকারণে

ওরা মানুষের বুকে গুলি ছুঁড়ে মারে। ওদের সাহায্য নিতে আমি ঘৃণা বোধ করি।

পেশকার। [জনান্তিকে] শুনছেন দারোগা সাহেব? হাকিমকে একটা ধমক দিন না।

মুজিবর। থা—থামুন মশায়।

কোর্ট-ইন। My lord. আপনি রায় পড়তে পড়তে হঠাৎ উঠে গেলেন। আজ কি রায় দেবেন না?

বিচারক। Yes, certainly. [রায় পড়িতে লাগিলেন] "আমার সম্মুখে যে সব সাক্ষী প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহা আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করিয়াছি, এবং জুরীর মতামত গ্রহণ করিয়াছি। আসামীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ সরকার পক্ষ সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণ করিয়াছেন।"

মুজিবর। স—সর্ব্বনাশ! জ—জনতা অ্যাক্‌সাইটেড্ হয়ে উঠেছে।

পেশকার। অ্যাকৃস্থালেণ্ট্ বলেছেন।

কোর্ট-ইন। ধর্ম্মাবতার, পুলিশকে হুকুম দিন জনতাকে সরিয়ে দিতে।

বিচারক। তার অর্থ মুজিবর রহমান সাহেবকে হিন্দুদের উপর লেলিয়ে দেব, আর উনি আর একবার বাঙ্গালীর মাথা ভাঙ্গবেন। তা হবে না কোর্ট-ইনস্পেক্টার। I know him well and he knows me too. জনতার যদি ইচ্ছা হয়, আমার রায় অনায়াসে তারা শুনতে পারে।

কোর্ট-ইন। তারা যদি আপনাকে অপমান করে, তাহলে?

বিচারক। তাহলে বুঝব যে বাঙ্গালীরা সবাই এখনও মরে নি। কিন্তু সে আশা দুরাশা। এত সাহস যদি তাদের থাকত, তাহলে দেশের মাটি দু একজনের মুখের কথায় বিদেশকে দেওয়া হত না।

যাক্ সে কথা। "পক্ষান্তরে আসামী পক্ষ আসামীর নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। অতএব সাক্ষ্য প্রমাণ বিবেচনা করিয়া এবং জুরীর সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া আসামী প্রণব চৌধুরীকে আমি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলাম।"

প্রণব। এই আমাদের স্বাধীন ভারত!

কোর্ট-ইন। Contempt of court.

বিচারক। No. আদালতের ছুটি হয়ে গেছে। যান দারোগা সাহেব, আপনার বন্ধুদের সঙ্গে গিয়ে পান ভোজন করুন। পার্ক সার্কাসে তারা আপনার জন্যে অপেক্ষা কচ্ছে।

সকলে। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

মুজিবর। হা—হাসবেন না বলে দিচ্ছি। ছো—ছোটলোক, ইতর শ—শ—শয়তান।

বিচারক। কোর্ট-ইনস্পেক্টার, এই লোকটাকে কাণ ধরে বের করে দিন।

মুজিবর। কা—কাণে হাত দিও না বলে দিচ্ছি।

পেশকার। চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিই।

[দারোগাকে ঠেলিয়া লইয়া প্রস্থান।

উকিল। ধর্ম্মাবতার, আসামীর বড় ভাই আর ছেলে আসামীর সঙ্গে শেষ দেখা করতে চায়।

বিচারক। Let them come in. Court-Inspector, আপনি ওদের ডেকে দিয়ে বাইরে অপেক্ষা করুন।

কোর্ট-ইন। আপনি বলেন কি? আসামীর ভাই যদি আপনাকে অসম্মান করে?

বিচারক। করুক না। আমাকে একটু অসম্মান করে যদি তারা দুঃখে সান্ত্বনা পায়, পেতে দিন। সবই ত বুঝতে পাচ্ছেন।

কোর্ট-ইন। পাচ্ছি My lord. কর্ত্তব্য যে কত কঠোর, আজকের মত আর কখনও বুঝি নি।

[প্রস্থান।

উকিল। এত চেষ্টা করেও তোমায় রক্ষা করতে পারলুম না

প্রণব। তোমার এই অকারণ নিগ্রহের ভেতর দিয়ে সমগ্র দেশের ভবিষ্যৎ আমি দেখতে পাচ্ছি। জেল থেকে একদিন তুমি বেরিয়ে আসবে জানি, কিন্তু তখন বোধহয় বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধুর সোনার বাংলা আর বাংলা দেশ থাকবে না।

মাধব ও স্বপনের প্রবেশ।

স্বপন। [কাঠগড়ার কাছে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল] বাবা, বাবা,—

[বিচারক স্বয়ং কাঠগড়ার দরোজা খুলিয়া দিলেন]

প্রণব। ওঠ স্বপন। মুখখানা তোল। মন দিয়ে লেখাপড়া করো। তুমি যেদিন মানুষ হবে, সেদিন আবার আমাদের দেখা হবে। নিজের দেশকে ভালবেসেছিলাম বলে যারা আমার মাথায় এমনি করে বজ্রাঘাত করলে, তাদের তোমরা ক্ষমা করো না।

স্বপন। বাবা, সত্যি তুমি চলে যাবে বাবা? আমি তোমায় যেতে দেব না।

প্রণব। ধর্ম্মাবতার,—এ দুঃখের অবসান করুন।

বিচারক। ওঠ খোকা,—ভয় কি? তোমার বাবার আবার আসবে।

স্বপন। সাহেব, আপনার দুটি পায়ে পড়ি সাহেব। আমার বাবাকে ছেড়ে দিন। আমার বাবা কোন দোষ করে নি।

মাধব। এ আপনি কি করলেন ধর্ম্মাবতার? আমার ভাই খুনী নয়। সে কখনও একটা পিঁপড়েও মারে নি। এ সব ওই দারোগার চক্রান্ত।

উকিল। কাকে কি বলছেন চৌধুরী মশাই? হাকিমের হাত বাঁধা। যান, বাড়ী যান।

মাধব। কি করে যাব উকিলবাবু? বৌটা বিছানায় লেগে আছে। আমি তাকে বলে এসেছি, প্রণবকে নিয়ে আমি ফিরে আসব মা। কি বলব তাকে বলুন। প্রণবের সাজার কথা শুনলে সে আর একদিনও বাঁচবে না। ছেলেটাকেও আমি বাঁচাতে পারব না।

প্রণব। দাদা,—

মাধব। কেন তোর এ মতি হল ভাই? কেন তুই আর পাঁচজনের মত নিজের ছেলে বউকেই সর্ব্বস্ব মনে করতে পারলি না? কিসের জন্যে দেশ দেশ করে ক্ষেপে উঠলি?

উকিল। মানুষের কাজই করেছিল, এ জন্য আমরা দুঃখিত হতে পারি, কিন্তু লজ্জিত নই।

বিচারক। সত্য।

মাধব। ধর্ম্মাবতার, নিজে আমি লেখাপড়া শিখতে পারি নি। ভাইকে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে দুবেলা পেট ভরে খাই নি, দুখানা কাপড় একসঙ্গে পরি নি। গামছা পরে কাপড় শুকিয়ে নিয়েছি। পাছে ভাইয়ের অযত্ন হয়, সে জন্যে বিয়েও করি নি। ভাইয়ের বিয়ে দিয়ে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঘরে এনেছিলুম। অদৃষ্টে সইল না। [কপালে করাঘাত]

প্রণব। আর আমায় কাঁদিও না দাদা। আবার আসব আমি, ততদিন দুঃখ কষ্ট সহ্য করে প্রাণটাকে ধরে রেখো।

[নেপথ্যে পাঁচটি ঘণ্টা বাজিল। প্রণব তাহার বুক হইতে স্বপনকে মাধবের হাতে তুলিয়া দিল। স্বপন "বাবা" "বাবা" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, সিপাহী প্রণবের কোমরের দড়ি দিয়া লইয়া চলিল।]

[পর্দ্দা নামিয়া আসিল]

আঠার বছর পরে

তৃতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য।

কলিকাতা—রাজভবন। সন্ধ্যাকাল।

[নেপথ্যে আজানধ্বনি—"আল্লা-হো আকবর।"]

মহাপাত্র ও ভূপালের প্রবেশ।

মহাপাত্র। এ কি ভূপাল, এ যে কেবলি আজানধ্বনি শুনছি! কাঁসর ঘণ্টা ত শুনতে পাচ্ছি না, গঙ্গামায়ীর স্তব গান ত কেউ কচ্ছে না।

ভূপাল। সব স্তব্ধ হয়ে গেছে।

মহাপাত্র। কেন? কেন?

ভূপাল। জেগে যে ঘুমোয়, তাকে কে জাগাবে মহাপাত্র? বুঝেও আপনি বুঝতে চান নি; চোখে দেখেও আপনি কিছু বিশ্বাস করেন নি। তারই ফল আমরা আজ প্রাণ দিয়ে মান দিয়ে ধর্ম্ম দিয়ে ভোগ কচ্ছি। আপনার হাতে বাইনেকুলার আছে, গড়ের মাঠের দিকে চেয়ে দেখুন।

মহাপাত্র। [দূরবীক্ষণ যন্ত্র চোখে দিয়া] তাইত।

ভূপাল। কি দেখছেন?

মহাপাত্র। এ যে শুধু লুঙ্গি আর পায়জামা। ধুতি চাদর কই, টিকি নামাবলী দেখছি না কেন? রাস্তা ঘাটে যারা চলছে, তারাও ত দেখছি অধিকাংশ মুসলমান! Are they all Indians?

ভূপাল। No sir. এরা অর্দ্ধেকও ভারতীয় নয়, অধিকাংশই পাকিস্তানী। আপনাদের উদারতার ফলে এরা অবাধে দলে দলে

এখানে প্রবেশ করেছে। এদের প্রায় সবাই পাকিস্তানের খুনী দাগী জেল ফেরতা কয়েদী। কলকাতার অলিতে গলিতে এরা ছড়িয়ে পড়েছে। এরা স্নান করে না, রাত্রে ঘুমোয় না, সারারাত তাড়ি খায় আর চুরি ডাকাতি রাহাজানি করে। এই বে-আইনি অনুপ্রবেশকারী গুণ্ডার দল প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথের উপর নারী-নির্য্যাতন করে, কেউ তাদের ধরে না। কারণ যারা ধরবে, সেই পুলিশের মধ্যে এরাই বসে আছে।

মহাপাত্র। দশ বছর আগে কলকাতায় এসেছিলাম। তখন ত এত মসজিদ দেখি নি।

ভূপাল। আজ দুচোখ ভরে দেখুন। এক মাইলের মধ্যে অন্ততঃ দশটা মসজিদ। হিন্দুরা দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে আর তাদের বাড়ী-গুলো বে-দখল করে এরা মসজিদ বানাচ্ছে। কত হিন্দু যে ধর্ম্মত্যাগ করেছে, তারও সংখ্যা নেই। কত হিন্দুর মেয়ে যে আরব দেশে চালান হয়েছে, তার হিসাব রাখবার আপনাদের কোন দরকার নেই। অথচ আপনারা ভারতের ভাগ্যবিধাতা।

মহাপাত্র। চুপ কর ভূপাল।

ভূপাল। কেন চুপ করব? স্বাধীনতার সংগ্রামে আপনারা অনেকে সখের জেল খেটেছিলেন, আর বাঙ্গালীরা দিয়েছিল বুকের রক্ত। কংগ্রেস তারাই গঠন করেছিল, ফাঁসীর মঞ্চে তারাই প্রথম উঠেছিল, বন্দে মাতরম্ মন্ত্র তারাই দিয়েছিল। তবু দেশ যখন ভাগ হল তখন সব চেয়ে বড় ক্ষতি বাংলারই হল। কেন?

মহাপাত্র। ভুলই করেছিলাম।

ভূপাল। ভুল হলে দু একবার হত। আপনারা বিশ বছর ধরে জেনে শুনে বাংলার ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন। বুঝতে পারেন নি যে বাংলা গেলে ভারতের কিছুই আর থাকবে না।

মহাপাত্র। চৌরঙ্গীর ওপারে ওটা কি মসজিদ ভূপাল?

ভূপাল। ওর নাম জুম্মা মসজিদ। ওই বাড়ীতে গ্র্যাণ্ড হোটেল ছিল।

মহাপাত্র। এ যে আমি ভাবতেও পারি নি। কলকাতায় আজ হিন্দু নেই? হ্যাঁ হে, পরেশনাথের মন্দির, কালীঘাটের কালী, বাগবাজারের মদনমোহন আছে ত?

ভূপাল। আছে। তবে কারও গায়ে আর গহনা নেই, সন্ধ্যায় আর দীপও জ্বলে না।

মহাপাত্র। আজই ত পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা আসছেন। আমি তাদের কাছে এ অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ করব।

ভূপাল। যা ত্রিশ বছর করে এসেছেন। এতদিন ফল পান নি, আজও পাবেন না। দোষ তাদেব তত নয়, যত দোষ আপনাদের। তাবা যখন যা চেয়েছে, আপনাবা তখনই তা দিয়েছেন। আজ তাদের লোভ বেড়ে গেছে। এখন দিলেও নেবে, না দিলেও নেবে। বেরুবাড়ী যেদিন দিয়েছিলেন, সেদিন হতভাগ্য প্রণব চৌধুরী এই কথাই ব'লে গিয়েছিল।

মহাপাত্র। সেই খুনী লোকটার কথা বলতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না?

ভূপাল। না। লজ্জা হচ্ছে আপনাদের মুখ দেখতে। আপনারাই খুনী,—পঞ্চাশ হাজার বাঙ্গালীর অপমৃত্যুর জন্যে আপনারাই দায়ী! আপনাদের মত অক্ষম অপদার্থ মেরুদণ্ডহীন ভাগ্যবিধাতারাই এ দেশের সব চেয়ে বড় শত্রু।

মহাপাত্র। ভূপাল!

ভূপাল। চোখ রাঙিয়ে আমার মুখ আর বন্ধ করতে পারবেন না মহাপাত্র। আমি এইমাত্র বকসার জেল থেকে প্রণবকে দেখে

আসছি। অমন একটা অসাধারণ যুবককে কি করেছেন আপনারা জানেন? সে আজ দেহে মনে তার অতীতের কঙ্কাল! দশ বছর তার জ্ঞান ছিল না। এখন জ্ঞান ফিরে আসছে আর কেবলি জিজ্ঞাসা কচ্ছে,—"আমার সোনার বাংলা কি আছে?" তার সে ভগ্ন দেহ দেখলে, আপনারও চোখ ফেটে জল আসত। অথচ এ শাস্তি তার প্রাপ্য ছিল না।

মহাপাত্র। তুমি কি বলতে চাও সে খুন করে নি?

ভূপাল। খুন সে করে নি, করেছে পাকিস্তানী সৈনিক। আমি নিজের চোখে দেখেছি।

মহাপাত্র। নিজের চোখে দেখেছ? কই, এ কথা ত আমাকে আগে বল নি।

ভূপাল। বলে লাভ নেই বলেই বলি নি।

মহাপাত্র। কেন লাভ নেই মূর্খ? আমি তদন্ত করব।

ভূপাল। যখন করা উচিত ছিল, তখন করেন নি। আজ সবই নিষ্ফল।

মহাপাত্র। প্রণব চৌধুরীর একটি ছেলে ছিল না? বেঁচে আছে সে?

ভূপাল। আছে; তবে না থাকাই ভাল ছিল।

মহাপাত্র। কেন?

ভূপাল। সে আর হিন্দু নয়, মুসলমান।

মহাপাত্র। My God!

ভূপাল। যান মহাপাত্র, ফিরে যান। বাংলা ত গেছেই, এবার আপনাদের পালা। এই নিন আমার পদত্যাগ পত্র।

মহাপাত্র। ভূপাল!

ভূপাল। বৃথা অনুরোধ হুজুর। বাংলার সর্ব্বনাশ যারা করেছে, তাদের দাসত্ব আর আমি করব না। নমস্কার।

[প্রস্থান।

মহাপাত্র। একে একে সবাই আমাদের ত্যাগ করলে? আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, চীন, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া —সবাই ভারতের শত্রু! যে কাশ্মীরীদের জন্যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করলাম, তারাও আমাদের গুণ গাইল না? দুই যুগ ধরে অবিশ্রাম মুশ্লিম তোষণ করেছি, বিশ্ববাসীর কাছে ভালো মানুষ সাজবার জন্যে ঘরের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়েছি, তবু কেউ আপন হল না?

[নেপথ্যে ভিক্ষুক গাইতেছিল]

ভিক্ষুক। গান।

ওরে ও, অকূল গাঙের নাইয়া,
আনলি কোথায় সোনার তরী সারাটা দিন বাইয়া?

মহাপাত্র। কে গাইছে? ওহে, ও ভিক্ষুক, ভেতরে এস।

ভিক্ষুকের প্রবেশ।

মহাপাত্র। কি গাইছিলে? আবার গাও ত।

ভিক্ষুক। গান।

ওরে ও, অকূল গাঙের নাইয়া,
আনলি কোথায় সোনার তরী সারাটা দিন বাইয়া?
অহঙ্কারে হাল ধরে তুই করলি শুধু ভুল,
আশায় আশায় মরলি ঘুরে, পেলি না রে কূল,
সামনে আঁধার নিকষ কালো,
যাচ্ছে নিভে দিনের আলো,
চোখ মেলে দেখ, আসছে মরণ দুন্দুভি বাজাইয়া।

মহাপাত্র। এই নাও ভিক্ষে। [টাকা দিলেন]

ভিক্ষুক। থাক বাবা থাক। অনেক দিয়েছ, আর চাই নে। ভিক্ষুক আমরা ছিলাম না, তোমরাই আমাদের ভিক্ষুক বানিয়েছ। তাই বলে আমাদের সোনার বাংলাকে যারা শ্মশান করেছে, তাদের হাত থেকে সোনামুঠোও আমি ভিক্ষে নেব না।

[প্রস্থান।

মহাপাত্র! My God!

উজির ও ফেউমিঞার প্রবেশ।

উজির। }
ফেউমিঞা। } আদাব!

মহাপাত্র। আদাব।...এ সব কি উজির সাহেব? আপনারা যখন যা চেয়েছেন, তখনই তা আমরা দিয়েছি। এর উপরও আপনারা কেবলই দিনের পর দিন আমাদের সীমান্তের গ্রাম বে-দখল কচ্ছেন?

উজির। কতটুকু বে-দখল করেছি মহাপাত্র? আপনাদের অনেক আছে, দুদশটা গ্রাম আমাদের খয়রাত করলে আপনার দেশবাসী টেরও পেত না। তা যখন আপনারা দিলেন না, তখন না বলে চেয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় কি বলুন।

মহাপাত্র। একটা দেশের উজির হয়ে আপনি এই কথা বলছেন?

ফেউমিঞা। অন্যায় কি বলেছেন মশায়? আপনি নিশ্চয়ই ইতিহাস পড়েছেন। একদিন গোটা দেশটাই আমাদের ছিল। আজ দুই প্রান্তে দুই ফালি জমি দিয়ে আমাদের কতদিন আপনারা ভুলিয়ে রাখতে চান? আমাদের দেশবাসীরা তা শুনবে কেন?

মহাপাত্র। যাতে শোনে, সেই ব্যবস্থা করুন। দেশটা ত আমরা ভাগ করি নি মিঞা। যারা ভাগ করে দিয়ে গেছে, তারা এখনও

আপনাদের প্রভু। বাটোয়ারা আমরা দুই পক্ষই মেনে নিয়েছিলাম। তখন ত আপনারা আপত্তি করেন নি।

উজির। না, তা করি নি।

ফেউমিঞা। কেন করব? ভাবলুম, একটুখানি বসবার জায়গা ত হক, তারপর আস্তে আস্তে শোবার জায়গা করে নেব।

মহাপাত্র। তাই বুঝি দিনের পর দিন বাংলার জমি বে-দখল করতে সৈন্য লেলিয়ে দিচ্ছেন। গত দশ বছরে কতগুলো গ্রাম আপনারা বে-দখল করেছেন, হিসেব রাখেন?

ফেউমিঞা। আপনারা হিসেব না রাখলেও আমরা রাখি। আপনারা সব ভগবানকে সমর্পণ করে বসে আছেন, আমরা অতটা ধাম্মিক নই মহাপাত্র।

মহাপাত্র। উজির সাহেব,—

উজির। আদেশ করুন।

মহাপাত্র। কলকাতায় এত পাকিস্তানী কি করে এল?

উজির। আপনাদের চোখের উপর দিয়েই এসেছে।

মহাপাত্র। কি উদ্দেশ্যে আপনারা এদের এখানে লেলিয়ে দিয়েছেন?

ফেউমিঞা। উদ্দেশ্য যদি এখনও না বুঝে থাকেন, তাহলে আর দুচার মাস অপেক্ষা করুন।

মহাপাত্র। তার অর্থ কি?

উজির। অর্থ অতি সহজ। সমগ্র বাংলা দেশ আমাদের চাই।

মহাপাত্র। বাংলা দেশ আপনাদের চাই?

ফেউমিঞা। হ্যাঁ মহাপাত্র। কয়লার জন্যে আপনার দেশবাসীরা আমাদের বহুত গঞ্জনা দিয়েছে। আমাদের পাট আছে, ধান আছে, নেই শুধু কয়লা। কয়লার খনিগুলো না পেলে আমাদের চলবে না।

মহাপাত্র। আমরা এ সব বরদাস্ত করব না।

উজির। আপনাদের ও ফাঁকা চোথরাঙানি আমরা অনেক দেখেছি। আপনারা যখন other metl ods এর হুমকি দিয়েছিলেন, তখন আপনাদের আমরা ভয় করতাম। আজ আপনাদের গর্জ্জন শুনে আমাদের হাসি পায়। আপনারা জানেন বক্তৃতা করতে, আপনারা জানেন ন্যায় নীতির বুলি ঝাড়তে, আপনারা জানেন ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করতে। বাস্তব বুদ্ধি যাদের নেই, তারা ধার্ম্মিক হতে পারে, কিন্তু শাসক হতে পারে না।

মহাপাত্র। আমাদের জমি আমাদের ফেরৎ দেবেন না আপনারা?

ফেউমিঞা। ক্ষেপেছেন? আমরা যা নিই, তা চিরদিনের জন্যই নিই।

মহাপাত্র। আমরা তাহলে U. N. O. তে নালিশ করব।

উজির। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্য্যন্ত। সে মসজিদও আমাদের গুণ গায়, আপনাদের নয়।

মহাপাত্র। কি আশ্চর্য্য! দু বছর আগে আপনাদের যে কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম, আজ ত তা শুনতে পাচ্ছি না।

ফেউমিঞা। তখন আমরা ভাল করে তৈরী হতে পারি নি।

মহাপাত্র। আজ তৈরী হয়েছেন? কিসের জন্যে?

উজির। বাংলা দেশের বাকিটুকু নেবার জন্যে।

মহাপাত্র। আপনি বলেন কি?

ফেউমিঞা। এ ত সবাই জানে, আপনারাই শুধু জেগে ঘুমুচ্ছেন।

মহাপাত্র। এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।

উজির। এইবার বসে বসে ভাবুন। আমরা এখন আসি। সৈন্যসামন্তরা এগিয়ে এসেছে কি না, তাদের উৎসাহ দিতে হবে।

মহাপাত্র। বেরুবাড়ী দেওয়াই আমারের ভুল হয়েছে। প্রণব চৌধুরীর কথা তখন যদি শুনতুম,—

ফেউমিঞা। সে ছোকরা কি এখনও বেঁচে আছে, না মরে গেছে?

মহাপাত্র। মরে যাওয়াই তার ভাল ছিল। A brilliant young man—Prematurely lost in obscurity. সে কি সত্যাই ভারতীয় পুলিশকে খুন করেছিল?

ফেউমিঞা। তা কেন করবে? খুন করেছিল পাকিস্তানী সৈনিকেরা।

মহাপাত্র। অপরাধ করলেন আপনারা, আর আমাদের একটা bright boy. আঠারো বছর জেল খেটে মরল?

উজির। তাই ত হয় মহাপাত্র। ভুল করেন আপনারা, আর তার ফল ভোগ করে বাংলা দেশ। স্বাধীনতার দুধের সর খাচ্ছেন আপনারা, আর রক্ত দিলে বোকা বাঙ্গালী জাত।

ফেউমিঞা। কলি, ঘোর কলি।

[উজির ও ফেউমিঞার প্রস্থান।

[পর্দ্দা নামিয়া আসিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ইসলামপুর,—জালালের বাড়ীর সম্মুখ।

গান গাহিতে গাহিতে ভিক্ষুকের প্রবেশ।

গীত।

ভগবান্, হে ভগবান্,
বাংলার বুকে কেন জ্বেলে দিলে জ্বালার্ মহাশ্মশান?
বুকের রক্তে মুক্তির বেদী রাঙায়ে দিয়েছে যারা,
স্বাধীন দেশের মাটিতে হল কি তারাই সর্ব্বহারা?
ঘুমিয়ে কি আছ বিশ্ববিধাতা,
মোদের কি কেহ নাই পিতামাতা?
নিখিলের পিতা তুমি কি মোদের কর নি জন্মদান?

জালালের প্রবেশ।

জালাল। এই শূয়ার, আশমান ফাটিয়ে ভগবান ভগবান কচ্ছিস কেন রে? জানিস না এটা পাকিস্তান?

ভিক্ষুক। ভুলে যাই বাবা, ভুলে যাই যে এ শহরের নাম পাকিস্তান। বিশ বছর ধরে এই কলকাতার রাস্তায় আমি ভিক্ষে করে আসছি,—

জালাল। কলকাতা কি রে উল্লুক। ইসলামপুর বল।

ভিক্ষুক। মিঞার নামটি হচ্ছে কি?

জালাল। আমাকে চিনিস না? আমার নাম জালালউদ্দিন মুন্সী। আমি এই এলাকার শালারে শালার।

ভিক্ষুক। আরও উঁচু হও মিঞা। তুমি শালার শালা আছ, ভেড়ের ভেড়ে হও।

জালাল। মস্করা হচ্ছে বদমায়েস? [গলা ধাক্কা, ভিক্ষুকের পতন

গফুরের প্রবেশ।

গফুর। আহা হা, ভিখিরীটাকে কেন মাচ্ছ বাবা?

জালাল। মারব না? হতভাগা রাস্তায় দাঁড়িয়ে "ভগবান ভগবান" কচ্ছে।

গফুর। করলেই বা। লোকটা ত হিন্দু।

জালাল। হিন্দুয়ানি করতে হলে এখানে পড়ে আছে কেন?

ভিক্ষুক। তুমি তা বুঝবে না বাবা। বুঝতে পারত তোমার বাবা প্রণব চৌধুরী। যাক যাক, তুমি সুখে থাক বাবা, শালার শালা হয়ে সুখে ঘর কর। [প্রস্থান।

জালাল। হতভাগা ব্যাটা কিছুতেই ইসলাবপুব বলবে না, কেবলি বলবে কলকাতা।

গফুর। রাগ কচ্ছ কেন বাবা? কোম্পানীর আমল থেকে যারা এ শহরটাকে কলকাতা বলে আসছে, তারা কি এত সহজেই ইসলামপুর রপ্ত করতে পারে? কালীঘাটে এখনও কালী আছেন যে।

জালাল। আর নেই কালী। তাকে আদিগঙ্গায় ফেলে দিয়েছে।

গফুর। ফেলে দিয়েছে!

জালাল। দেবে না ত কি? আদর করে ভোগ রেঁধে খাওয়াবে? অনেক খেয়েছে, আর খেতে হবে না। সেখানে এখন নমাজ পড়া হচ্ছে, দেখগে যাও।

গফুর। এ তুমি বলছ কি স্বপন?

জালাল। আবার তুমি আমায় স্বপন বলছ চাচা?

গফুর। বাবা, লোকের কাছে আমায় যা বলছ বল, ঘরে আমায় জ্যাঠা বলেই ডেকো।

জালাল। ও সব হিন্দুয়ানি আমায় দ্বারা হবে না। তুমি নমাজ পড় না কেন শুনি।

গফুর। পড়ি বাবা, পড়ি! আমার বাপ ঠাকুর্দ্দা যাঁর নাম করে নমাজ পড়েছেন, আমিও তাঁর নাম করেই নমাজ পড়ি।

জালাল। বল কি তুমি? তাহলে আমার বিবি যা বলেছিল, তাই সত্যি? তুমি এখনও হরি হরি কর? ছি ছি ছি, মুসলমানের বাড়ীতে হিন্দুয়ানি? নিকালো, আভি নিকালো কাফের।

গফুর। চেঁচিও না বাবা। মোল্লা মৌলভীদের কাণে গেলে আমার গর্দ্দান যাবে।

জালাল। তোমার মত কাফেরের গর্দ্দান যাওয়াই উচিত। বেরিয়ে যাও তুমি। কাফেরের খানা রসুই করতে আমার বিবি পারবে না। যাও, চলে যাও।

গফুর। কোথায় যাব স্বপন?

জালাল। ফের স্বপন?

গফুর। দেহে শক্তি নেই, দু পা চলতে হাঁপিয়ে পড়ি। এই শরীর নিয়ে কোথায় যাব বল?

জালাল। যে চুলোয় খুশি, চলে যাও। আমার ঘরে তোমার জায়গা হবে না, হবে না, হবে না।

গফুর। আর কটা দিন বাবা? মরে গেলে টেনে ফেলে দিও। এ ক'দিন চোখ কাণ বুজে সহ্য কর বাবা।

জালাল। না না। একে তুমি কাফের, তার উপর অকম্মার ধাড়ি। আমার বিবি পষ্ট বলে দিয়েছে তোমার মত অকেজো বুড়োকে আর বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে পারবে না।

গফুর। তুমি জান না স্বপন, কত কষ্টে আমি তোমাদের মানুষ করেছিলুম। পাঁচ বছরের ভাইটাকে রেখে বাবা মা দুজনেই চলে গেলেন। নিজে না খেয়ে না পরে তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলুম। ভাল চাকরীও সে পেয়েছিল। এই বাড়ী ঘর তারই তৈরী। কি

যে মাথায় ঢুকল, বেরুবাড়ী বেরুবাড়ী করে দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেল। যেদিন তার জেল হল, সেদিন আদালত থেকে ফিরে এসে দেখি, বৌমা স্বর্গে চলে গেছে। মা বাপ মরা ভাইপোকে মানুষ করার জন্যে কি যে করেছি, সে শুধু আমি জানি স্বপন। বাড়ীটা আমার নামেই ছিল, তাও তোমাকে লিখে দিয়েছি। তুমিই ত আজ বলবে যে এ বাড়ীতে আমার জায়গা হবে না।

স্বপন। কথা বাড়িও না বলছি। অত কথা শোনবার আমার সময় নেই।

গফুর। আমারও সময় ছিল না বাবা। পা চলতে চায় নি, চোখে ঝাঁপসা দেখেছি। তবু কাজের বিরাম ছিল না। মনটা পড়ে থাকত তোমার কাছে। কাজ থেকে ফেরবার সময় মনে হত, ছুটো পাখা যদি থাকত, উড়ে যেতাম। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল; মানুষ যা গড়েছিল, দেবতা তা ভেঙ্গে দিল। স্বপন হল জালাল, মাধব হল গোফুর। বাপ ঠাকুর্দার নাম ধুয়ে মুছে গেল। এই চোখে সব দেখলাম, শুধু দেখলাম না আমার সে অভাগা ভাইটাকে। কোথায় রইল, কি হল তার, কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। তার ছেলে একবার তার নামও করে না।

জালাল। তুমি নাম করলেই হবে।

গফুর। আশা কাণে কাণে বলে,—সে আবার এখানে আসবে। তাই যেতে পাচ্ছি না। নইলে মাধব কি গোফুর হয়ে বেঁচে থাকে?

জালাল। দেখ চাচা,—

গফুর। জ্যাঠা বল ব্যাটা,—এখানে আর কেউ নেই।

জালাল। আমি তোমায় সোজা বলে দিচ্ছি, আমাদের সঙ্গে নমাজ পড়বে না হয় আর বাড়ীতে ঢুকবে না।

গফুর। তার চেয়ে আমি চলেই যাচ্ছি বাবা। কিছুই আমি নিয়ে যাব না। তোমার বাবা যে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি আমায় এনে দিয়েছিল, আমি তাকে মাটির তলায় পুতে রেখেছি। তাই নিয়ে চলে যাচ্ছি।

জালাল। এত বড় হিম্মৎ তোমার? মুসলমানের ঘরে রাধাকৃষ্ণ!

গফুর। মুসলমানের ঘর! পাঁচ বছর আগেও এ ঘর হিন্দুরই ছিল। কি জানবে তুমি স্বপন, এ ঘর করবার জন্যে আমাদের দু ভাইয়ের তিনমাস চোখে ঘুম ছিল না। সে বলেছিল, দোতালা যদি হয়, তোমাকে আর উপর থেকে নামতে দেব না দাদা। [চোখে জল আসিল] যাক্ যাক্, আমি যাচ্ছি বাবা। তোমার বাবা এলে বলো না যে তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছ। তাহলে সে বুক ফেটে মরে যাবে। বলো, জ্যাঠা মরে গেছে। [প্রস্থান।

জালাল। জ্যাঠা! কাফের কোথাকার। [প্রস্থানোদ্যোগ]

লাঠিতে ভর দিয়া কুব্জ পৃষ্ঠ বৃদ্ধ প্রণবের প্রবেশ।

প্রণব। ওহে মিঞা, শোন; মাধব চৌধুরীর বাড়ীটা কোথায় বলতে পার?

জালাল। মাধব আবার কে? গোফুর মিঞা বল।

প্রণব। তাহলে—না, এ কোথায় এলুম? এটা নীলমনি ঘোষ লেন নয়?

জালাল। নীলমনি ঘোষের বাপের ওলাউঠো হক। এ হচ্ছে আক্রাম খাঁ লেন।

প্রণব। আক্রাম খাঁ লেন। তাই ত, এ কি কলকাতা না ঢাকা?

জালাল। কলকাতা ছিল দু' বছর আগে। এখন ইসলামপুর।

প্রণব। বাংলা দেশে ইসলামপুর শহর ছিল, তা ত জানতুম না।

জালাল। বাংলা দেশ না তোমার মাথা। এ হচ্ছে পীরগঞ্জ।

প্রণব। বাংলা দেশ পীরগঞ্জ! কলকাতা হল ইসলামপুর! বলি এটা ভারতবর্ষের শহর ত?

জালাল। না না, এ পাকিস্তান।

প্রণব। তাই বটে, তাই বটে। উঃ—মাথাটা আবার গুলিয়ে যাচ্ছে। আমার বোঝা উচিত ছিল। যত চলছি, ততই শুধু দাড়ি দেখছি, টিকি একটাও দেখলুম না। মিঞার নামটি কি?

জালাল। আমার নাম শালারে শালার জালালউদ্দিন মুন্সী।

প্রণব। হ্যাঁ বাবা মুন্সীর পো, তুমি কি এ বাড়ী দখল নিয়েছ? ওই ত স্কুল, ওই ত হাসপাতাল, ওই ত সেই চিলকোঠার উপরে ত্রিশূল! শুধু পাড়ার ওই মসজিদটাই নতুন দেখছি। কিন্তু বাড়ীর নম্বরটাও ত ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ এই বাড়ী, এই বাড়ীই মাধব চৌধুরীর? তারা কি সব মরে গেছে? মাধব চৌধুরী কি পালিয়ে গেছে বাবা? স্বপন বলে কাউকে চেন?

জালাল। স্বপন!

প্রণব। নেই! মরে গেছে! যাক্—মাধব চৌধুরী আছেন ত? তিনি কোথায়? ওরে, তোরা কে জানিস বল। দাদা, দাদা, আমি এসেছি।

গোফুরের প্রবেশ। বুকে যুগল মূর্ত্তি।

গফুর। কে এল, ওরে, কে এল? তুমি কি—

প্রণব। তুমি কি মাধব চৌধুরী? তুমি কি আমার দাদা?

গফুর। এলি ভাই, এলি? বিশ বছর পরে? [জড়াইয়া ধরিলেন] কিন্তু এত বুড়ো হয়েছিস কেন? চুলগুলো সব পেকে গেছে, কোথায় রেখে এলি সেই লোহায় গড়া দেহটা?

প্রণব। পাগলা গারদে।

গফুর। পাগলা গারদে !! ওঃ—স্বাধীন ভারতের এত বলি আর কি কেউ দেখেছে ?

প্রণব। স্বপন কই দাদা, স্বপন কই ?

গফুর। এই যে তোমার ছেলে। ওরে হতভাগা, প্রণাম কর।

জালাল। করব বই কি ? কাফেরকে প্রণাম করব না ?

প্রণব। উঃ—মাথাটায় ঘি ফুটছে। তুমি স্বপন !

জালাল। স্বপন জাহান্নামে যাক, আমি জালালউদ্দিন মুন্সী।

প্রণব। ওঃ—দাদা,—[বসিয়া পড়িল]

মাধব। ওঠ ভাই ওঠ। কেন অমন কচ্ছ ?

প্রণব। স্বপন চৌধুরী জালালউদ্দিন ? আর তুমি—

জালাল। উনি গফুর মিঞা।

মাধব। না না, আমি মাধব চৌধুরী।

জালাল। মনে হচ্ছে, তুমি আমার father. ঘরে ঢোকবার আগে তোমাকে fatherএর যোগ্য হয়ে নিতে হবে।

মাধব। কি করে যোগ্য হবে ব্যাটা।

জালাল। মোল্লাকে ডাকছি ; কলমা পড়ে মুসলমান হও।

প্রণব। মুসলমান হব। উত্তেজনায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল]

মাধব। না না না, আমরা যাঁর পরিচয় নিয়ে জন্মেছি, তাঁর পরিচয় নিয়েই মরব। চল, আজ থেকে আকাশের নীচে আমাদের ঘর, গাছতলা আমাদের বিছানা। অমন কচ্ছ কেন ? প্রণব,—প্রণব,—

প্রণব। কোথায় বাংলা, কোথায় আমার সোনার বাংলা ? যারা রক্ত দিলে, তারা কিছু পেলে না ; স্বাধীনতার রাজভোগ পেলে তারা, যারা কিছুই দেয় নি।

মহাপাত্র ও ভূপালের প্রবেশ।

মহাপাত্র। }
ভূপাল। } প্রণব,—

গফুর। কে, ভূপাল? ইনি কে?

ভূপাল। মহাপাত্র।

গফুর। আপনিই মহাপাত্র? নমস্কার। এসেছেন, ভালই করেছেন। চোখ মেলে চেয়ে দেখুন আপনার ভুলের বলি।

মহাপাত্র। প্রণব,—আমি তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি। সর্ব্বস্ব দিয়েও আমি তোমার চিকিৎসা করাব। তোমার যৌবন আমি ফিরিয়ে দিতে পারব না, কিন্তু সম্মানের উচ্চ শিখরে তোমার তুলে দিতে পারব। প্রণব, প্রণব,—

প্রণব। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের বাংলা, বঙ্কিম, কানাইলাল, সুভাষচন্দ্রের বাংলা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। উঃ—বুক গেল, ফেটে গেল। সোনার বাংলা, ধ্যানের বাংলা, বন্দে মা-ত-র-ম্। [পতন ও মৃত্যু]

ভূপাল। }
মহাপাত্র। } প্রণব!
গফুর। }

ভূপাল। নেই।

গফুর। মরতেই কি তুই দাদার কাছে ফিরে এলি? ভাই, ভাই,—[মৃতদেহের উপর লুটাইয়া পড়িল]

মহাপাত্র। হে বীর, হে শহীদ, আমার শেষ অভিবাদন গ্রহণ কর।

—শেষ—

স্ত্রী-বর্জ্জিত আধুনিক নাটক

রক্তধারা—ডাঃ অরুণকুমার দে প্রণীত। স্ত্রী-বর্জ্জিত অপরাধমূলক নাটক। এক গুণ্ডাসর্দ্দারের গোপন সাধ ও দুস্তর সাধনার বিচিত্র কাহিনী। নিজের অন্ধকার জীবনকে গোপন করে সে একমাত্র ছেলেকে আলোর জগতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু গুণ্ডাসর্দ্দারের খুনী রক্ত? সে রক্ত যে তার সন্তানের ধমনীতে ধমনীতে শিরায় শিরায় বয়ে চলেছে। আর সেই উচ্ছল রক্ত ধারাই শেষ পর্য্যন্ত বেইমানি করল—সর্দ্দারের সব আশা ভেঙে দিল, এনে দিল এক অনিবার্য্য পরিণাম। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শিহরণ, দৃশ্যে দৃশ্যে চমক। মূল্য ২·০০ টাকা।

অন্ধকারা—ডাঃ অরুণকুমার দে প্রণীত। স্ত্রী-বর্জ্জিত নাটক। [দুটি সেট] সভ্যতার চোখ অন্ধকরা আলোর পেছনে যে পাপ জগৎ, তার জমাট অন্ধকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তারই নগ্ন রূপ। নিষ্পাপ শিশুদের জীবন নিয়ে যারা জুয়া খেলে, তাদের বিচিত্র জীবন, বীভৎস চেহারা, কদর্য্য কীর্ত্তি কলাপ আশ্চর্য্য দক্ষতায় রূপায়িত। মূল্য ২·০০।

ঘূর্ণি—ছোট ভাইকে মানুষ করার জন্যে বড় ভাইয়ের আত্মপ্রবঞ্চনা, বিবেকের মুহুর্মুহুঃ কশাঘাত, আলো ও ছায়ার লুকোচুরি। তারপর? আশার গাছে যখন ডালে ডালে ফল ধরল,—ভাই যখন কৃতী হয়ে উঠলো, বড় ভাইয়ের চাপা আর্ত্তনাদ সেদিন আর বাধা মানল না। রামলক্ষ্মণের মাঝখানে এল দুস্তর ব্যবধান। কোথায় হারিয়ে গেল হতভাগ্য রাম! মূল্য ২·০০ টাকা।

অর্ঘ্য—স্বজন পরিজনের অবহেলিত, পিতৃপরিত্যক্ত এক আদর্শবাদী যাত্রাভিনেতার স্বল্পপরিসর জীবনের অশ্রুসজল কাহিনী। মানুষকে সে মানুষ বলেই জেনেছিল, অভিনয়কে সে মহৎ শিল্প বলেই বরণ করেছিল। কোন বাধা সে মানে নাই, যাত্রালক্ষ্মীর পায়ে সে রক্তের ডালি সাজিয়ে দিয়ে বলে গেল,—"আমি আজ পূর্ণ, আমি আজ সার্থক।" মূল্য ২·০০।

স্ত্রী-বর্জ্জিত আধুনিক নাটক

চার অবতার—ডাঃ অরুণকুমার দে প্রণীত। স্ত্রী-বর্জ্জিত হাসির নাটক। দ্বাদশ অবতারের কথা জানেন, চার অবতারের কথা জানেন কি? এঁরা কিন্তু একই যুগে অবতীর্ণ। হয়ত আপনারই প্রতিবেশী। এঁদের কথাবার্ত্তা শুনলে পিলে চমকে যায়, কীর্ত্তি-কাণ্ড দেখলে চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। এঁদের মহিমা অপার। কিন্তু এহেন অবতার চতুষ্টয়ও শেষ পর্য্যন্ত জব্দ হয়েছিল, তাদের অবতারত্ব ঘুচেছিল। মূল্য ২'০০।

জল্লাদ—ডাঃ অরুণ কুমার দে প্রণীত। স্ত্রী-বর্জ্জিত। চাল ডাল তেল নুনের যোগাড় করতে গিয়ে প্রতি মুহুর্ত্তে যাদের কথা মনে হয়, তাদেরই একজনের অনবদ্য কাহিনী। কল্পনা নয়, কঠিন বাস্তব। জল্লাদের লোভ, কুটিল চক্রান্ত আর জঘন্য প্রবৃত্তির বীভৎস রূপ নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত। ঘটনার স্রোতে আপনি ভেসে যাবেন, আর জল্লাদের পৈশাচিকতায় আপনি ক্ষণে ক্ষণে শিউরে উঠবেন। মূল্য ২'০০।

ভক্ষণ—ডাঃ অরুণকুমার দে। [পূর্ণাঙ্গ] অশোক আর অমিতা দুটি নাম নয়। দুটি হৃদয়। তারা চেয়েছিল এক হতে। কিন্তু অশোকের আর্থিক অসাম্য তা সম্ভব হতে দেয়নি। ধূমকেতুর মত এল ভাস্কর চৌধুরী। সে রূপবান, প্রতিষ্ঠাবান। কুশলী শিকারী অমিতাকে পাকে পাকে বেঁধে ফেলল। অবাঞ্ছিত মাতৃত্বচিহ্ন এঁকে দিল তার দেহে। অসহায় অমিতা ছুটলো অশোকের কাছে। সব কিছু জেনেও অশোক তাকে গ্রহণ করতে চাইলো। কিন্তু অমিতা কি তার পবিত্রপ্রেমের প্রচণ্ড শক্তিকে গ্রহণ করতে পেরেছিল। দুটি স্ত্রীচরিত্র। দাম ৩'০০।

নতুন ঠিকানা – ডাঃ অরুণ কুমার দে। [পূর্ণাঙ্গ] মধ্যবিত্ত সমাজের অবক্ষয়ের কাহিনী এই নাটকের প্রধান উপজীব্য। এর প্রতিটি চরিত্র জীবন্ত ও বাস্তব পটভূমিকায় বিচিত্র। এর কাহিনী সরল ও সুন্দর। সহজেই মানুষের মন আকৃষ্ট করে। মূল্য ৩'০০ টাকা।

ব্যাপার—ডাঃ অরুণ কুমার দে প্রণীত। [পূর্ণাঙ্গ] একদিকে কর্তব্যের ডাক, অপরদিকে জীবন যন্ত্রণা, এই দুই মেরুর মধ্যে যাদের জীবন আন্দোলিত তাদেরই ট্রাজেডি এই নাটক। এ যেন মৃত্যুঞ্জয়ী সংগ্রামেব অমর গাঁথা। দুটি স্ত্রী চরিত্র কিন্তু আশ্চর্য্য নাটক। ৩'০০।

শেষ সংলাপ—ডাঃ অরুণ কুমার দে। [পূর্ণাঙ্গ] আদর্শবাদী নাট্যকার অরিন্দম অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ জানে না। আদর্শের জন্যে চাকরী খোয়ালে। সংসারের রথ চলতে চায় না। অচল সংসারে মাধবীর আনাগোনায় আগুন ধরে যায়। জীবনযুদ্ধে ছিন্নভিন্ন বিপর্য্যস্ত হয়ে যায়। অবশেষে খবর আসে সর্ব্বভারতীয় পুরস্কার পেয়েছে তরুণ নাট্যকার। ব্যর্থ নাট্যকার তখন বৈতরণীর ঢেউ গুণছে। দুটি স্ত্রীচরিত্রে সুন্দর অভিনয় হয়। দাম ২'৭৫ টাকা।

যোগ-বিয়োগ—ডাঃ অরুণ কুমার দে। [পূর্ণাঙ্গ] অভিজিত ডাক্তার চন্দনা নার্স। একই হাসপাতালে কাজ করে আর উজ্জল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। পঞ্চশর ফুলসর হানলে এই দুটি তরুণ প্রাণের উদ্দেশ্যে। বহুজনের প্রত্যাশা ধূলিস্যাৎ করে যখন তারা নীড় বাঁধতে এগিয়ে এল, তখন ছন্দা সব তছনছ করে দিলে। উপেক্ষিত ডাক্তার ছন্দাকে নিয়ে ঘর বাঁধল। কিন্তু যে মন একবার বিকিয়ে গেছে তা আর ফিরলো না। দুটি স্ত্রীচরিত্রে সুন্দর অভিনয় হয়। দাম ৩'০০ টাকা।

মসিজীবী—ভানু চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কেরাণীকুলের, সংকট জর্জরিত মধ্যবিত্ত মানুষের দৈনন্দিন জীবন যুদ্ধের বেগদীপ্ত নাটক। বর্ত্তমান সমাজে মধ্যবিত্ত মানসিকতার বিপর্যয় ও সঙ্কট যুক্তিকে আশ্চর্য্য নাটকীয়তায় প্রকাশ করা হয়েছে। সহজ মধুর সংলাপ, বলিষ্ঠ চরিত্র সৃষ্টি, আশাবাদী জীবন বোধ এই নাটকে লক্ষনীয়। তিনটি সেটে লেখা সর্বত্র অভিনয়ের উপযোগী। দাম ৩'০০।